জননী-প্রণাম

আমারে ক'রেছ, মাগো, প্রসাদী তোমার,
দিলে যা সাধ্য নাহি ছিল লভিবার।
স'য়েছ আমার কত কেহ যা পারে না,
দিয়েছ এমন দিতে কেহ যে জানে না।
সে-দানে অর্ঘ্য রচি কৃতাঞ্জলির,
লুটায় চরণতলে জীবনের শির।

ওঁ

গৌরীপুর লজ
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

বুদ্ধ, আজ সকাল থেকে শরীরটা বেশ ভেঙেছে, ছিলুম অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়। তোমার চিঠিখানি পড়ে উঠে বসে উঠে পড়েছি প্রমাণ করবার জন্যে যে খুসি হয়েছি। আমাকে অবাক করেছে তোমার কবিতা — কোথা থেকে এসে তোমার কলমে সওয়ার হলো, যেমন তার বেশভূষা তেমনি তার ভাবভঙ্গী। মনে হচ্ছে যেন রাজপুত্র তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে তোমার কবিতালোকে মায়াপথ দিয়ে ঢুকে পড়েছে, সে জাগাতে তোমার অচেতন শয্যায় ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা — সোনার কাঠি দিল ছুঁইয়ে, এক মুহূর্তে নবীন আলোকে খেলো তার পূর্ণ জাগরণ, কোথাও অবসাদ অবশেষ রইল না। আমি যে প্রবীণ কবির মাত চড়ে খুব দুয়ো দিয়ে করব তার মুখোমুখি দিলে না। কেবল দুটো কথা বলে দিই — . . . . . কিছু যেই ভুলতে চায় না এবং অন্যকে ভুলতে দেয় না যে তারা ছন্দে কবিতা লেখে, তবে পদে পদে সুর বিচ্ছেদ ঘটে, ছন্দের ঐ শৌর কাব্যের সহজ পরিপূর্ণতাকে ছাড়িয়ে যায়। তবু বোধ হয় কিছুকাল ছন্দ নিয়ে খুব কসরৎ করেছে — যদি তা সত্য হয় তবে ওটাকে যথাসময়ে ছুট্টি করে দেওয়া দরকার, পালোয়ানির উপরে সর্বদা ঝোঁক দিই জাহির করা [illegible] প্রমাণ করা অনাবশ্যক যদিচ ঐ ঝোঁকটির আদিতে প্রচুর প্রশ্রয় আছে। তোমার কবিতায় ছন্দের বিশেষ উল্লেখ করেছ বলেই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, কোনো কবি অসাবধানে এ কাজ করে না, এ কাজ আলঙ্কারিকদের। কোনো বিশেষ অপরিচিত ছন্দ ব্যবহারের সময় দেখেছি কোনো কোনো কবি ছন্দ আবৃত্তির নির্দেশ করে দিয়েছে, সেটা অন্যায়। কিন্তু তার উদ্ঘাটিত কোনো এমনটা ছন্দ দুঃসাধ্য বা নতুন এ কথা ইঙ্গিত মাত্র করা কবির পক্ষে আক্ষেপ এবং অমর্যাদাজনক — নিমন্ত্রণসভায় ধনী গৃহিণীর অলঙ্কার ঝঙ্কারের মতো। তোমার কবিতায় ধ্বনি সুষমা সহজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, — ছন্দ পাঠকের মনকে দোলাই দিয়ে গেল তার নিজের দিকে লক্ষ্য আকর্ষণ করে না — এইটে আমাকে খুব তৃপ্ত করেছে, আর বিস্মিত হয়েছি।

আর একটা কথা এই, বিশ্বসৃষ্টিতে রসবৈচিত্র্যের সীমা নেই, কবির মন তার সকল দিকেই স্পর্শ-সচেতন, — কেবলমাত্র একটা প্রেরণাতেই — তা সে যত বড়োই হোক — যেন তার কল্পনাশক্তি নিঃশোষিত না হয়। যাক।

অনেক বকলুম এইবার কেদারায় ফিরি। বৌমাকে তোমার চিঠির দাবী জানিয়েছি কিন্তু তিনি যে তাঁর শ্বশুরের অনুসরণ করবেন তা বোধ হচ্ছে না। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

আমার একয়টি কবিতা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া গেল, যথা :—বিবিধ কবিতা, মিষ্টিক কবিতা, আর গান। এর মধ্যে মিষ্টিক কবিতা সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলবার আছে। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে এমন অনেক কথা ব্যবহার করা হয়েছে যা বাংলা ভাষায় চলে কি না, বা ব্যাকরণশুদ্ধ কিনা তা নিয়ে আমার মন প্রশ্ন তোলে নি বা জেনে নিতেও চায় নি। লিখবার সময় সে সব যেমন এসেছে, আমিও কোন বিচার না করে, তেমনি বসিয়ে গেছি। অনাগত যে কাল, সেই কালের দরবারে রইল তাঁর বিচারের ভার। মিষ্টিক কবিতা শুধু মন দিয়ে সব সময় ধরা যায় না, তাই আমার মনও এতে হাত দিতে চায় নি। এই কবিতা লিখবার সময় আমার অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকুমাত্র বুঝতে পেরেছি, যে এর প্রেরণা এমন কোনও জগৎ থেকে আসে যেখানকার ভাব, ধরণ বা প্রকাশভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু, সবই সম্পূর্ণ অন্যধরণের, অপরিচিত আমাদের এই মনের কাছে, এবং সাধারণ মনের আলোতে এর স্বরূপ তাই সব সময়ে ধরা পড়ে না। এর রস গ্রহণ করবারও আন্তরদৃষ্টিভঙ্গী একটা আছে, যেটা কারুর আপনি খুলে যায়, কেউ বা লাভ করে অনুশীলনের ফলে। প্রথম যখন এই কবিতা আমার আসে, আমি নিজে এর কিছুই ধরতে পারিনি। প্রতিটি কবিতা শ্রীঅরবিন্দদেব আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তখন দেখতে পেয়েছি : একে দেখার ভঙ্গীও কতই আলাদা রকমের, আর এর রসগ্রহণ করতে হ'লে চাই অন্য এক দৃষ্টি। যা কিছু এ বলে, তার পিছনে সুগভীর একটা ইঙ্গিত থাকে, এবং সেই ইঙ্গিত ততটাই ফোটে

এবং স্পষ্ট হয় তার কাছে, যার সেই দৃষ্টি যে-পরিমাণে লাভ হয়েছে। জ্ঞানের যেমন শেষ নেই, যতই ভিতরে প্রবেশ করা যায় ততই পাওয়া যায় নতুন আলো, তেমনি এই মিষ্টিক কবিতার মাঝেও একটা এমন কিছুর স্পর্শ থাকে, যা অশেষ, যার অর্থ পাওয়া গেলেও মনে হয় আরও কি যেন আছে এর অতল গভীরে।

প্রচ্ছন্নতার আবরণে ঢাকা এই কবিতার ধারা হচ্ছে সে যা বলতে চায় তার সবটুকু সে বলে না। আর যতটা বলে, এবং যা বলে, তা এমন ভাবে বলে যার তলে, বোঝা যায়, অন্তর্নিহিত থাকে সেই না-বলা বারতা তার অনন্ত প্রকাশের সম্ভাবনা নিয়ে। মিষ্টিক কবিতার মূলপ্রেরণার সঙ্গে সংস্পর্শে আসা যায় এই যবনিকাটি তুলে তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে, আর রসও পাওয়া যায় তখনই। এই প্রেরণা যে-জিনিষ সৃষ্টি করতে চায়, তার যে-রস, যে-রূপ, যে-ভাব সে দিতে চায়, তার জন্য প্রয়োজনবোধে তদনুযায়ী এবং তদুপযোগী কথা বা শব্দ গড়ে নিতে দ্বিধা করে না। ভাষার রাজ্যে তার এই অনধিকারচর্চার তাৎপর্য, উদ্দেশ্য এবং অর্থ সবই, হয়ত কোনও কালে একদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়ত স্বচ্ছ হবে যে মিষ্টিক কবিতা কোন্ সূচনা বহন ক'রে আনতে চাইছে, এবং তখন, একালের যাচাই আর তার উপর খাটবে কি না তা কে বলতে পারে? নতুন যুগ আগত। সেই নতুন যুগের আলোয়, নতুন পন্থায় কী হবে, আর কী হবে না, কী থাকবে বা থাকবে না, সেটা রইল তখনকার কালের সাব্যস্তের উপর।

এই বইএর কয়েকটি কবিতা আমার মাসিক পত্রাদিতে বের হয়েছে আগে।

আমার অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য নানা রকমের ভুল ত্রুটি বইটিতে র'য়ে গেছে। সে সব, যা চোখে প'ড়েছে, সংশোধন ক'রে শুদ্ধিপত্রে দেবার প্রয়াস পেয়েছি।

সাহানা দেবী

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে—

স্বর্ণ-কমল হাতে,
আসিলে যখন রাতের গগনে শুকতারা ছিল সাথে।
তখন মগ্ন সবে,
নিশীথস্বপনজড়িতভুবন সুপ্তি অতলে যবে।
যুগের প্রভাত সম,
চারিদিক করি' উজ্জ্বল মনোরম,
ধরণীর শির চুমি'
যাত্রার পথে নামিয়া হেথায় এলে বল কোন্ পথের পথিক তুমি!
কণ্ঠে ভরিয়া গান,
—যেন কোন্ আহ্বান—
গাহিয়া জাগালে জীবনের নব প্রাণ।
রাত হোল অবসান।
ভোরের আলোতে দিয়ে গেল কারে ডাক:
এলো সেই দিন—সে পঁচিশে বৈশাখ।—

তুলে নিলে বীণাখানি,
আপনার সুরে সুর দিলে যবে আনি'—

আনন্দে কোন্ মধু-উৎসবে মাতি'
প্রকৃতি সাজায় বরণের ডালা ভুলিয়া দিবস রাতি।
ঋতুরা কাহার আসন বিছায় আনি',
কুঞ্জে কুঞ্জে কাননে কাননে গুঞ্জনে কানাকানি,
গাঁথে মালা তারি তরে,
তাহারি চরণে পড়িতে ঝরিয়া ফুল ফোটে থরে থরে।
বিশ্বভুবন বিস্ময়ে রহে চাহি'
তব পানে, ওগো বাণীর অমৃতবাহী।
তারি বিচিত্র রূপ-রস-সুধা পান করে অবগাহি',
অন্ত নাহি যে নাহি।

হে কবি, অমর কবি,
হে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ছবি,
রেখে গেছ এঁকে বিশ্বের হিয়াপটে:
তোমার প্রাণের ঢেউগুলি সব লেগেছিল কোন্ তটে।
অতুলন তব সৃষ্টির এই অবর্ণ্য ফুলগুলি,
চিরবসন্তমালঞ্চ ভরি' র'বে চিরকাল ফুটিয়া আনন তুলি'। ২·২৮

হে কালদর্শী, হে শিল্পীসম্রাট,
বিরাট প্রতিভা কিরণোজ্জ্বল তোমার রাজ্যপাট।
কত অগণন দুর্লভ ধন রতনে পূর্ণ তব রাজ ভাণ্ডার,
রাশি রাশি ভরা কত রূপসম্ভার।
প্রতি কথা তব কী যে অপূর্ববাণী,
কণ্ঠেতে যেন কথা কয় বীণাপাণি
অপরূপ সঙ্গীতে,
ছন্দ তোমার কল্লোলি' চলে তটিনীর ভঙ্গীতে:
—কুলু কুলু কুলু কল কল কূলে কূলে,
বহি' চলে কোথা কোন্ গিরিপাদমূলে,—
বনানীর তরুছায়ে,—
দিকে দিকে কভু রাঙা পথে কভু শ্যামলের গায়ে গায়ে,।—

—কবে কোন্ পর্বতে,
রাজার দুলাল চলেছিল কোন্ মেঘের শুভ্র রথে,
আনিতে জিনিয়া পাষাণপুরীর পর্বত দুহিতারে
নাশিয়া দৈত্য—ছিল যে জাগিয়া দ্বারে।—

—কোথায় মেঘের গায়,
মরালীর ওই সুন্দরপাখা মেলিয়া গগনে কোন্ পথে ভেসে যায়।—
কোন্ শৃঙ্গের ধবল তুষার 'পরে
কে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করে।
গিরিগুহা গহ্বরে,
কোন্মুনি ধ্যান ধরে।—

—কোথা নীল সরোবরে,
করেছিল কারা জলকেলি কবে কমল তুলিয়া করে।
কবে কোথা কোন্ অপ্সরা সে রূপসী,
গেয়েছিল কার প্রাণের রাগিণী কোন্ প্রাঙ্গণে বসি'।—
রাজার কন্যা, যৌবন ডাক শুনি একদিন কবে,
ছাড়ি' আপনার বীরের সজ্জা চেয়েছিল কোন্ বীরশ্রেষ্ঠরে
ছিল বনবাসে যবে।—

…কত কথা, ছবি, কত কাহিনীর সুমধুর ঝঙ্কার
তুলিয়া চলে যে ছন্দ তোমার স্রোতসঙ্গীতে তার।

ওগো মহীয়ান্, ওগো মহা রূপকার,
হে সৌরভের গৌরবমণিহার,
নিখিলের অন্তর
পূর্ণ করিয়া দিয়েছ ভরিয়া, ওগো ধ্যানী সুন্দর।
তব গৌরবে গৌরবী আজ সবে,
জগৎজীবন তোমার কাহিনী ক'বে,
মর্মে মর্মে মূরতি তোমার র'বে
চিরকাল, চিরদিন।
শিল্পীর ধ্যান-অন্তরে র'বে তোমার প্রেরণা চিরঅন্তর্লীন।

এই ধরণীরে বেসেছিলে কত ভালো।
নয়নে তাহার জ্বেলে দিয়ে গেছ আলো।
দিতে ভাষা দিতে গান,
দিতে রূপ, রস, বৈচিত্র্য মহান্,
এসেছিলে তুমি কবি,
রেখে যেতে তারি ছবি।

শারদপূর্ণিমায়,
সুরের জ্যোৎস্না দিয়েছ বিছায়ে বিশ্বের আঙিনায়।
ভরা শ্রাবণের ঘন বরিষণ সাথে
কণ্ঠ ছাড়িয়া গেয়েছ গান সে বরষা-মুখর রাতে।
বসন্ত উৎসবে,
ডাক দিয়ে গেলে চিরসুন্দরে সুন্দর সব যবে।
জীবনের সাজি ভ'রে
দিয়েছ সাজায়ে পূজার কুসুম কাহার পূজার তরে।

আমার কুসুম আনি',
এসেছি চরণে নিবেদিতে আজ প্রাণের প্রণামখানি।
আজ নাই, তুমি নাই,
আমার কণ্ঠ আজো খোঁজে তব সে-পরশ মাঝে ঠাঁই।
শৈশব হ'তে তব গীতসুধা পানে,
'শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে কী তার নিভৃত আশা।

তোমার কাব্যে নিখিলের সনে হোল পরিচয়, হোল মন জানাজানি,
তোমার কাব্যে ভারত গাঁথায় শুনি কত ভাবে ভারতের মহাবাণী।

আজ আমি রেখে যাই—
আমার কাব্যে তোমারি লিখন—"ভুলি নাই, ভুলি নাই।"—

কীর্তিরে দিল মহিমার এই উচ্চশিখর যেই শিল্পীর তুলি,
মরণের মাঝে অমরণ নিল তাহারে দুয়ার খুলি'।

বিবিধ কবিতা

জীবনভাস্কর

হে দেব, পরমদেব, দেবাদির স্বপন-মূরতি!
এলে কি আকাশ-শিল্পী নিশীথের নৈশব্রত শেষে
সূর্যের জনম পথে? স্বর্ণসূত্রে বাঁধা তাই ভেসে
আসে কাল-স্রোতধারা? তাই মাতে উদয়ের গতি
আলোকের নব মুঞ্জরণে কাঁপি'?

হে নীলিমভেদি!

কোন মায়া জাগে দুটি নয়নের ওই হিমাচল
স্তব্ধতায়? অধরের প্রান্তে কোন সৃষ্টি ভাষা, বল?
আজি তব রতনসভায় যেই মণি অভ্র-বেদি
শীর্ষ হতে আনিলে তুলিয়া, তারি দ্যুতি স্পন্দিছে কি
আঁধারের শিরায় শিরায়? ধরণীর পদ্মবনে
ফোটাও কোরক, গন্ধে ভরে নিশান্তের সান্দ্রক্ষণে
লক্ষ্যহারা অবনীর সুর।

স্বর্গহাতে নামিলে কি

মর্ত্যের দুয়ার খুলি', হে সুন্দর নয়নাভিরাম!

আদিত্যপূজিত ওগো, হে আদিত্যসেবী, মন্ত্র তব
ওঠে জ্বলি' দিকশিখাসম আজি এই অভিনব
কালের উন্মেষমর্মে। করতলে সে-অলোকধাম
গগনের ঊর্ধ্ব হিমপ্রান্তে ছায় আভাষ যাহার।
আঁকিলে যে-নবইন্দু রজনীর চেতন-ললাটে,
তারি স্বপ্নতরী বাঁধো দিবসের স্বর্ণখেয়াঘাটে
হে নবীন-ভানুশিল্পী, উদ্বোধনী নবচেতনার ?

এসেছ, তাই এ-পারে জ্বলে আলো, লক্ষপ্রাণ দোলে,
লক্ষতারা মালিকায় সাজে নীল গগন-প্রতিমা,
আঁধারের কারা টুটি' ফল্গুধারা ছোটে ভাঙি' সীমা,
পাষাণের মর্ম লুটে নির্ঝরিণী নৃত্যতালে চলে।

এসেছ এ-পারে, তাই ধন্য আজি এ-তীর্থের ধূলি
তোমার চরণরবি পরশিয়া,—উঠিল কুসুমি'
শ্যামধরা রূপ ধরি' অরূপের লীলারেণু চুমি';
এসেছ, তাই যে জাগে শুকতারা স্থির আঁখি তুলি'.

রাত্রির বিদায় লগ্নে আসে ধীরে কনক-প্রহরী
প্রভাতের সিংহদ্বারে। এলে, তাই স্বর্গঝরা গান
প্রহরে প্রহরে ঝরে, দিবসের তালে গাহে প্রাণ
আপনারে খুলি' তুমি এসেছ যে আনন্দলহরি'।

এসেছ, তাই যে বাজে পথিকের সুপ্তহিয়াতলে
অতলবারতাবেণু, তাই বাজে আকাশে বাতাসে
রূপবীণা,—বাজে শঙ্খ মণিময়-আত্মার উল্লাসে।
এপারে এসেছ তাই ভেসে আসে অপার-কল্লোলে
সীমার আপনহারা আত্মভোলা সত্তা সঙ্গোপন,
গিয়েছে, গিয়েছে খুলে সম্বিতের পাষাণ-অর্গল।
এসেছ যে তুমি তাই ডাকে পথ, ডাকে তারাদল,
মর্ম ডাকে : "আয়, আয়রে পথিক,—মুক্ত এ-জীবন

দিলে জন্ম যে-জীবনে, হে মানব-জীবনভাস্কর,
পৃথিবীর ধুলা রাঙি' ফোটে যেন তারি রূপান্তর।

জননী

আলো হ'তে আলোকের স্ুবর্ণশিখরে
প্রদীপ্ত সরণী ধরি' মোরে সাথে ক'রে
নিয়েছ যে চলি'
তমিস্রা বিদলি'
হে জননী! তোমারে প্রণমি!

পরিভ্রমি'
নিজ কক্ষ-পথে,
সূর্যশশী গ্রহতারা দলে দলে মিশিল যেথায়,
কালের গতির চক্র যেথা এসে থেমে যায়,
যেথা বিভাবরী
দীপালি-আল্পনা আঁকি' গগনের গায়
আপনি মিলায়
ওই নিস্তরঙ্গ কাল-স্রোতে;
স্তিমিত নয়ন মুদি' ছায়াপথ যেথা শেষ হ'য়ে আসে ধীরে—
তারি তীরে তীরে

যেই পথ অনুসরি'
জ্যোৎস্নাবাহিনী চলে দেব-অলকার.
সেথা সেই মহাশূন্যে বসি,
ওগো মহীয়সী,
কোন্ খেয়া কর পার।

চাঁদিনী সন্ধ্যার এই রূপালীমগ্নতা
ধ্বনিল এ কোন্ সুর,
কোন্ সুর জপে বসি স্থির নীরবতা,
মনে হয় বুঝি মোর মর্ম-অন্তঃপুর
এই সুরে ভ'রে তুলেছিলে
যবে জন্মজন্মান্তের গভীর সুষুপ্তি হ'তে
মোরে ডেকেছিলে
চলিতে জীবনপথে !

আজি মোর চেতনারে
স্তব্ধ করি' নৈশব্দ্যের অনন্ত পাথারে
যুক্ত করিয়াছে কোন্ ঊর্ধ্বায়িত স্বপনের সাথে,
নিজ হাতে
ঝঙ্কারি' তুলিলে কোন্ অশ্রুত-সঙ্গীত !
ত্রিদিব-সম্বিত
বাজিছে আপনহারা সেই গীতে তব বক্ষলীন।

যুগ যুগান্তের চির অলব্ধ অচিন,
চির সুদূরিকা তুমি মর্ত্যের বিস্ময়,
সে অপার
রহস্যের ছিন্ন করি' জাল কতবার
দিলে পরিচয় !

আপনারে তুমি বারে বারে
ক'রেছ সুলভ
হে দুর্লভ !

উপলব্ধি

ওকে ঝরায় আমার অন্তরলোকে অম্বরমণি আজি,
ওকে ছড়ায় আমার নয়ন-আকাশে উষার স্বপনরাজি,—
আমি তারি পানে চাই…
ভেসে ভেসে যাই
সে-লগনে পাল তুলি’,
আমি তারি মাঝে ব’সে
সাজাই যত সে
আলোর মুকুলগুলি।

ওসে বাঁধিল আমার আঁখির তরণী এ কোন্ খেয়ার ঘাটে,
মোর হৃদয়সূর্য সোনা ঢেলে ঢেলে ওঠেরে এ কোন্ বাটে,
আমি সে-আকাশে যত
চলি দূরে তত
বিস্মরি আপনা যে,
মোর তনুরেখা শেষে,
মুছে যায় এসে
অসীম সে-বাহু মাঝে!

তার চরণচিহ্ন ফুটে আছে মোর হিয়ার আঙিনা ছেয়ে,
ওরে সে-ধূলি মাখিয়া মোর ধূলিকণা অনিমেষ রয় চেয়ে।
সেই পরশে আমার
মাটির আধার
কোন্ রসে ওঠে ভ'রে!
আমি ভেঙে গ'লে যাই,
ডুবে যে মিলাই
সে অতলনিঃস্বরে!

তার কমলগন্ধে মাতে যে বাতাস মোর নন্দনবনে,
ওড়ে চেতন-মধুপ তারে ঘিরে মোর আলোকের সে কাননে
মম আশার আকাশে
রতনোল্লাসে
এ কী সুর জাল বুনে
আসে নিশীথ-হিয়ায়
ফোটাতে তারায়
গগনের ফাল্গুনে।

বাজে উচ্ছল·মম গতি তরঙ্গে, মর্মের জ্যোৎস্নাতে—
মোর এ-তনুর প্রতি অণুর মুকুলে সে-অতনু দিনে রাতে,
তাই মম মন্দির,
উপলব্ধির
মণিমালিকায় সাজে,
সেই অম্বররথী,
অন্তরজ্যোতি,
জীবনসারথি আজ্‌ এ।

সেই সুন্দব আজ রয় মম সাথে তারি মাঝে আমি ফুটি,
মোর অন্তর আজ তারি উল্লাসে তারি কূলে পড়ে লুটি'।
ওরে্‌ ঝরিল যে সুর
স্বর্গ মধুর
বিধুর স্বপন মাখি,'
তারি উদার ছন্দে,
চলি আনন্দে
সে-স্পন্দনে জাগি।

মোর ভিতর বাহির ছেয়ে গেল আজ সে অরূপ মধুরিমা !
আমি চেয়ে থাকি শুধু, আঁখিপল্লবে জমে ওঠে সে-নীলিমা !
আমি আপনা হারাই,
হারায়ে যে পাই
বিন্দুতে সিন্ধুরে—
সেই মহাসিন্ধুতে,
রই বিন্দুতে
কায়াহীন ছায়াসুরে !

ওই যায়

আজি   সোনার স্বপনে রঙিন গগন এ কী এ আলোকে ছায়,
আজি   ধরণীর পারে সুনীল সরণী উজলি' ওই কে যায়।
আজি   কে যায় নবীন লগন মেলে,
             কে যায় অপার আঁধার ঠেলে,
             কে যায় মরণ-শিয়রে জ্বেলে,
                     আপন অমরতায়।
আজি   ধুলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি   রাতের আকাশে কত চাঁদ হাসে, কত যে তারকা গায়।
আজি   ঊষার পবনে সুখশিহরণে এ কী এ হরষ ছায়।
আজি   গগনে ভুবনে এ কোন্ খেলা,
             ধূষর ঊষরে রঙের মেলা,
             রুদ্ধশিলার প্রাণের ভেলা
                     কে আজি উজানে বায়।
আজি   ধুলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি   ওপারের ঢেউ ভেসে এসে লাগে এপারের এই কূলে,
আজি   ধূলিমাখাবীণা ঝঙ্কারি' ওঠে অপরূপ সুর তুলে।
আজি   কে লয় তুলিয়া কমলকরে,
পথিকপরাণ আপনঘরে,
ছন্দিয়া গতি জীবন 'পরে
চুমিয়া চিত কে ভায়!
আজি   ধুলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

তার   একটি রেখায় অসীম উছল আবরি' সীমার গান,
তার   একটি আঁখির তারায় উজল লক্ষরবির দান।
তার   একটি মণির অতলতলে,
অসীম আলোর রং উথলে,
হিয়ায় নিখিল বিশ্ব দোলে
নিঃস্ব মধুরিমায়।
আজি   ধুলার জীবন রাঙিয়া কে ওই আপনা বিকায়ে যায়।

আজি অপার সে ওই সত্তায় মম তনু মন হ'ল লয়,
আজি তারি সুরে এই জীবন জলধি শত তরঙ্গে বয়
ওরে কূল নাই আমি অকূলধারা,
নিমেষে নিমেষে রভসে হারা,
মোর প্রাণে আজি চন্দ্র তারা
কিরণ পরশ পায়।
আজি অপার সে ওই সত্তায় এই তনুমন ডুবে যায়।

সেই রূপ

দুয়ারে তোমার রেখে গেছে এঁকে অনন্তরূপটীকা,
সুদূরের পার হ'তে তাই ভাসে তোমারি অগ্নিলিখা।
তোমার প্রাণের স্বরূপ খুলিয়া,
অরূপের শশী ওঠে যে দুলিয়া,
রূপজালে তার নিশি আকুলিয়া
সুন্দর হৃদি মেলে।
লগনে লগনে রূপালি ছায়ায় গগনের মায়া খেলে।

দূরে হ'তে দূরে নিয়ে যায় সেই লগ্নের আহ্বান,
পার হ'তে পারে ভেসে ভেসে চলে পার-অন্তের গান।
সে যে গো তোমার অতল তিমিরে,
গোপনে ঝলসি' তোলে স্বপনীরে।
স্বপ্নমাখানো সে-নয়নতীরে
পরাণ পলকহারা।
আপনার পারে ঝলি' আপনারে জ্বলে সে-নয়নতারা।

একে একে যায়, ঝ'রে ঝ'রে যায়, কামনার সুরগুলি,
দুলে দুলে আসে অমৃত উছাসে নীলিমা লহর তুলি'।
নাই নাই আর রাতের কুয়াশা,
হিয়ায় ফোটে যে তারকার ভাষা।
অম্বরলীন অবারিত আশা
অন্তরপারে খোলে,
নিষ্কণ্টক বৃন্তে আজি যে রক্তগোলাপ দোলে।

খুলে যায়, ওগো খুলে যায় ওই আকাশের গুণ্ঠন,
এক হ'য়ে যায় এপার ওপার তুলি' সেই আবরণ।
এক হ'য়ে যায় স্বরূপ অরূপ,
এক হ'য়ে ওই ভাসে সে-অনুপ!
আপনার মাঝে এ কী অপরূপ
সত্তার বিকশন!
কূলহারা মোর হৃদয় অপার তারি রসে নিমগন!

ওই ওঠে সব রূপতরঙ্গ সে-মহাকেন্দ্র হ'তে,
ওই আসে যায় জীবনের দোলা মরণশূন্য পথে ;
ওই কত আসে, কত যায় ফিরে—
মিশে যায় পুন সেই মহানীরে,—
বহুরূপরেখা এক হয় ধীরে
পূর্ণপরমমূলে
থেমে যায় সব গতি উৎসব সে নীরব উপকূলে।

বিশ্ব-লীলা

চারিদিকে শুধু
ধূসর অনন্ত ধূ ধূ,
আত্মলীন কায়াহীন কায়া,—
ছায়া, ছায়া, শুধু ছায়া।
নাহি সীমা নাহি শেষ,
নাহি স্পন্দনের লেশ,
নাহি গতি, শুধু স্থিতি,
শুধু অবারিত এক অপার বিস্মৃতি,
শূন্যতার সমাবেশ—
বিরাট নির্দেশ।

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নিকুণ্ড ঘিরে,
নামিল কে ধীরে—
নিশ্চেতন স্থাবরের অবশ পরাণ,
দৃষ্টিহীন নিস্পন্দ নয়ান,
বিকম্পিত হেরি' ওই অরুণ-কিরীট শিরে
অনাগত অতিথিরে।

জলে, স্থলে, নভে,
উদ্ভাসি' সহসা নব উন্মাদনা অতুলবৈভবে,
কাঁপে সৃষ্টি তরঙ্গলীলায়,
দিকে দিকে দিগন্তরে বিভঙ্গিত গতির বন্যায়,
সমুচ্ছল বর্ণে গন্ধে মাতি',
সৃজনের নানারূপ নানা ছন্দে গাঁথি',
ওঠে আলো, ওঠে গান,
ওঙ্কারিয়া ওঠে প্রাণ।
নিশ্চল নির্বাণ মাঝে
ওই বাজে
প্রণবমন্দ্রিত ধ্বনি মন্ত্র জাগন্তের।

একেশ্বরের
একনিষ্ঠ এককমগ্নতা
যাদুদণ্ডে দিলে ভাঙি' অয়ি সৃষ্টিব্রতা,
খুলিলে দুয়ার
খেলিবারে বিশ্বলীলা বক্ষে তমসার।

পাবো

জানি জানি পাবো সেই ধ্রুব সত্যেরে,
দেখি সে-তপনমণি অতল এ বুকে ;
দেখি যে তাহার ওই আধচেনা মুখ
আধনিমীলিত মম নয়ন সমুখে।
জানি এই পথচলা কত সুকঠিন,
তবু জানি আমি তারে পাবো একদিন,
আমার কঠিন মুঠি একমুখী প্রাণ,
হ'য়েছে অকম্পিত সব সুখে দুখে।
জানি জানি পাবো সেই ধ্রুবসত্যেরে
দেখেছি তারে আমার এ অতল বুকে।

চিনি ওগো চিনি আমি সে পরম জনে,
তাহারে কত যে আমি ন'মেছি চরণে।
কতবার তার ওই দুবাহুর মাঝে,
হারায়ে গিয়েছে মোর এই সত্তা যে !
তাহারি বুকের আলো আমি সেইখনে,
রহি শুধু ছোট এক ক্ষীণ কম্পনে।
চিনি আমি চিনি ওগো সে-চির আপনে,
আমি যে তাহারে কত ন'মেছি চরণে।

হ'য়েছে শান্ত মোর এ-চলার গতি,
নাই মাতামাতি আর হাসিকান্নার।
মুখরিত দিবসের কোলাহল পারে
শুনি আকাশের বাণী কালহারাবার।
আমারে ত ব্যাকুলতা কাঁদায় না আর,
মোর ব্যাকুলতা সে যে অসি খরধার
কেটে কেটে চলে সব বন্ধনবাধা
যা কিছু রুধিয়া পথ দাঁড়ায় তাহার।
হ'য়েছে শান্ত মোর চলার এ-গতি,
নাই মাতামাতি আর হাসিকান্নার।

আমার বাসনা-নিশি হবে হবে ভোর,
শুনি তারি সেই ডাক অন্তরে মোর।
কালের মরণভেরী বাজে এইবার,
সুচির বাসররাতি আসে আত্মার।
নেভে না নেভে না বাতি মুছে যায় লোর,
আমার সাজানো হিয়া গাঁথে ফুলডোর।
মোর বাসনার নিশি হবে হবে ভোর,
শুনি যে তাহারি ডাক অন্তরে মোর।

কে বলে : "যায়না পাওয়া চিরবাঞ্ছিতে
স্বপন মিলায় শুধু ব্যথা-সন্ধায় ?"
কে বলে দ্বিধার সুরে : "কোথা মিটে তৃষা ?
কাঁদে বঞ্চিত হিয়া বৃথা দুরাশায় ?"
কে বলে : "চাওয়ার মাঝে নাহি মোর ফাঁকি ?
"ঘুমহারা এ-নয়ন জাগে তারি লাগি ?
"চাহে না চাহে না মোরে মোর প্রিয়তম,
গেঁথেছি বিফলমালা নিশিগন্ধায় ?"
কে বলে : "যায়না পাওয়া চিরবাঞ্ছিতে
মিলায় স্বপন শুধু ব্যথা-সন্ধ্যায় ?"

চিরবরাভয়ভাতি অন্তরে যার,
কোন্ মেঘজাল রচে মানস তাহার !
নিশ্বাসে বহে যার বিশ্বাসধারা,
কণ্ঠে তাহার এ কী সুর পথহারা !
ভিতরে যে-রূপশশী হাসে জোছনায়,
বাহিরে কেন সে হেন নিরুজল হায় !
মর্ম অতলে ঝলে পরিচয় যার,
নয়ন হারালো পথ তাহারি দিশার !

দেখেছি তরঙ্গিত উলঙ্গরাতে,
কামনা-কালীয়ফণী শতফণা শিরে,—
আমারে ক'রেছে পার, করুণানিধান,
সে-করালগ্রাস হ'তে মুক্তি-সমীরে।
আপনার মুঠি মাঝে ল'য়ে হাতটিরে,
রাখে চির স্নেহঝরা বক্ষের নীড়ে :
আঁখি তুলে দেখি মোর আঁখি ছুঁয়ে তার
অপলক আঁখিদুটি ঝরে আলো-নীরে!
আমারে করেছে পার করুণানিধান,
ভয়াল তিমির হ'তে অভয়ার তীরে।

চাহিনা জানিতে আর কতকাল বাকি,
সমুখে চিরন্তন পথ রহে ঢাকি'।
দূরে···দূরে···আরো দূরে যেতে শুধু চাই,
জানিনা আমার কী যে আছে কী বা নাই,
শুধু জানি প্রাণ মন পথ অনুরাগী
চরণ আমার চলে চলিবার লাগি'।
চাহিনা জানিতে আর কতকাল বাকি,
সমুখে চিরন্তন রহে পথ ঢাকি'।

ঊর্ধ্বাভিযান

বাজো বাজো মোর অন্তরবীণা,
অগ্নির যাদুমন্ত্রে,
তোলো ঝঙ্কৃয়া সুরফাল্‌গুনী
সত্তার ফুলতন্ত্রে।
খুলে যাক সব রুদ্ধদুয়ার
মসীকন্দর বক্ষে,
ধরো অমলিন প্রেমবর্তিকা
পশেনি আলো যে কক্ষে।
ওঠো প্রোজ্জ্বলি, নিমেষে নিমেষে
আত্মার সৌগন্ধ্যে,
দাও মিশাইয়া বিরাটশূন্যে
আপনার সীমা-ছন্দে।
ছোট সুখ আশা তীরে বিসর্জি'
ভাঙিয়া গহন রাত্রি,
তটরেখা ছাড়ি' চলো দিগন্তে,
ঊর্ধ্বের অভিযাত্রী।

করি' বিমুক্ত গ্রন্থির জাল,
আলেয়ার বিভ্রান্তে,
রুদ্রের তালে বিদলিত করো
জড়ায় যা পদপ্রান্তে।
চলো মন্থিয়া অতল বারিধি
অগণ্য ঢেউ লঙ্ঘি'—
উত্তরি' চলো গিরিকান্তার
উল্লসি' নিঃসঙ্গী।
চেয়ে দেখ ওই জাগে ধ্রুবতারা
পান্থের পথসাক্ষী,—
চলো সে-নয়নে নয়ন মিলায়ে
অসীম নীল আকাঙ্ক্ষি'।

নিশার বারতা

তিমির রাত্রি,
জাগে অগণন তারকা-যাত্রী
মহাশূন্যের ওই খেয়া ঘাটে,
আঁধারের বাটে
আঁকে কোন পথদিশা,
নিথর নীরব নিশা—
স্থির
সুগম্ভীর।

তাপসী অন্ধকার
অন্তর্লীন বিনিস্তব্ধতার
স্তম্ভিত ওই নিবিড় লগন খনে,
ভেসে আসে কোন্ দূর স্বপনিকা নিঃস্বর নিক্কণে;
মনে লয়:
যেন চিনি···যেন ভ'রে ওঠে প্রাণ···শুধু নাহি জানি পরিচয়।
আমার চেতনা,
হ'ল উন্মনা
পরশের লাগি',
এই অজানার তরে বুঝি আমি যুগে যুগে রহি অতন্দ্র জাগি'।

দেখেছি তোমারে আমি কতবার,
হে নির্বিকার,
ওই বুকে নিশ্চুপে
কতভাবে, কতরূপে,
ওঠে উদ্ভাসি' সেই অনন্ত চিন্ময়,
তুমি জানো, ওগো বিস্ময়,
কোন সে যাদুতে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর
ধমনীর মাঝে বাজে বিধৃত বিরাট সত্তা সিন্ধুর।

তোমারে বরণ করিয়া ভূধর কন্দরে বসি' অলব্ধ-সন্ধানে
কত যোগী ঋষি মগ্ন লভিতে সে চিরন্তন জ্ঞানে।
ঊর্ধ্বের ওই নীল যবনিকা করিয়া উত্তোলন
ভাস্বর কর ময়ূখবারতা—প্রেরণার চির স্বপ্ন সঙ্গোপন।

সূর্যবন্দনা

কালের প্রোজ্জ্বল নেত্র,—হে যুগ প্রহরী,
কত কল্প বক্ষে তব গেল অতিবাহি'
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে, কতকাল ধরি'
রয়েছ জাগিয়া স্থির নির্ণিমেষ চাহি'।

তুমি খুলিয়াছ রুদ্ধ তিমির দুয়ার
দীর্ণ করি' শর্বরীর কৃষ্ণযবনিকা,—
হেরিয়াছ নিয়তির গুপ্ত-অভিসার
অনন্তের ভালে।

তব মর্মপটে লিখা
চরাচর লীলা কত, রুদ্রের নটন,—
অগ্নিমন্ত্রে সঞ্চারিত আলো-অভিযান,
যুগযুগান্তের কত প্রদীপ্ত স্বপন
সুবর্ণ-সত্তায় তব আজো জ্যোতিষ্মান্।

হে সবিতা, নামি' এই অচেত-জীবনে
বহ্নিশিখা জ্বালো তার স্তিমিত নয়নে।

স্বরূপ

দূর অম্বরের ভাল রাঙি' নিঃশব্দে খুলিল
উদয় তোরণ,—আলো-অধিপের প্রথম সম্ভাস,—
আবেশে চাহিনু, দেখি তারি ফাঁকে উল্লোলি' উঠিল
লহমায় শাশ্বতের অতুলন একটি উদ্ভাস !

ঘুচিল পরিধি মম, হেরিলাম গহনে আমার ঃ
অনাদি অনন্তরাজ্য, স্তরে স্তরে বৈভবনিশানা,
প্রসিত-মালঞ্চমর্মে শ্বেতপদ্মকোরক সম্ভার
মুঞ্জরে সঙ্কেতে কার, ওঠে মন্ত্র অশ্রুত অজানা।

আমার সৈকত চুমি' সুনীলোচ্ছল নীরনিধি,
ভাঙিছে গড়িছে কূল লহরীর নৃত্য মূর্ছনায়,
ফেনিলমঞ্জীররোলে গুঞ্জরিত চিরন্তনগীতি,
দিগন্ত বিস্তৃতবক্ষে তরঙ্গিয়া মুক্তিরে দোলায়।

পূর্ণ আমি অন্তর্লোকে···বাধাহীন···নির্ণিক্ত···অপার···
অমৃতের শুভ্রশিশু···মৃত্যুহীন···অ-সান্ত···উদার···।

হে পথিক

হে পথিক, তুমি আপন নিভৃতে,
চলেছ যেথায় দিবসে নিশীথে,
সেথা যাত্রার নাহি অবসান,
নাহি যাত্রীর কলরব গান ;
পথরেখা চলে একপার হ'তে
ওপারের ওই অবার আলোতে।
থেমে যায় ধ্বনি, থেমে যায় সুর,
হারায় সমীপ হারায় সুদূর।
শুধু জ্বলে এক প্রোজ্জ্বলশিখা,
অন্তর তলে অনন্তলিখা।
শেষ হ'য়ে আসে সীমাবাতি ধীরে —
অসীমের ওই আলোঝরা তীরে।
সেথায় আপন সম্বিত তটে,
আকাশের তারা একে একে ফোটে,
ঝরে ত্রিভুবনে সে-কনকধারা,
তারি কূলে তুমি হও কূলহারা।

গহন ফাঁকে

গহন ফাঁকে একটু আলো একটু তারার হাসি,
বাজায় রাতের ওপারের ওই চিরউষার বাঁশী।
পলে পলে ঢেউ খেলে যায় সেই নিভৃতিতলে
সে তরঙ্গ চূড়ায় বসে এ কোন ভেলা দোলে!
কোন মায়ার ওই ছায়া ভাসে দিক দিগন্ত জুড়ে,
রঙিন হ'ল পূবের আকাশ তারি সুরে সুরে।
গান গেয়ে যায় সাথের সাথী প্রাণের সুরটি মেলে
কমল ফোটে নয়ন তুলে তারি সুবাস ঢেলে।
পথিক, তুমি যাবে যেথায় সেথা শিখর চুমি'
রয় যে রবি শশী তারার উজল রতন ভূমি।
নাই তো সেথায় ছায়ার ব্যথা, রাতের আঁখিজল,
নাই যে আঁধারঘেরা পারের কালো কোলাহল।
সেথায় আলোর দেশে আলোর ছন্দে দুলে দুলে
কাটে বেলা অলোর নয়ন আলোর পানে তুলে।
সেই দেশেরই তীরে তোমার তরী চল বেয়ে,
সেথায় আলোর নীরে তোমার জীবন উঠুক নেয়ে।

কালের দুয়ার

কালের দুয়ার পার হ'য়ে আজ
আয়রে পথিক পথ যে ভাসে,—
আয়রে আপন পারের পারে,
যেথায় আপন রূপবিকাশে।
রাতের অসীম কপোল চুমি'
তারার অধর উঠল হেসে।
তোর এপারের কমল হিয়া
তারি সুরে চলল ভেসে।
চলল কোথা ? কে জানে কোন্
আঁধার শেষের গগন ডাকে,
কে জানে কোন আলোর চুমায়
ফুল ফোটে আজ শাখে শাখে।
গন্ধে তারি ভরল বাতাস
ঝরল আকাশ তোর এ হিয়ায়,
তোর প্রাণের এই বিকশনে
আলোর পায়ে আঁধার লুটায়।

শিশুর প্রতি

একটুখানি প্রাণে ও তোর কোন প্রাণের এই শিখা জ্বলে ?
কোন খেলাতে মাতলি ওরে চলতে কোন উদয়াচলে ?
কোন রবি আজ প্রভাত হাতে
মিলায় নয়ন তোরি সাথে,
তোর জীবনের প্রথম নয়ন খুল্ল তারি আলোর পাতে ?

মায়ের চুমায় শুনলি কি তুই শুনলি দূরে চলার বাঁশি ?
ছোট্ট হিয়ায় নিলি ভ'রে মায়ের সুধামাখা হাসি ?
তোর ওই দুটি আঁখিতারা
কোন গোপনের প্রকাশধারা,
কোন জীবনের জীবন হ'তে পেয়েছিস বল জাগার সাড়া ?



নবীন পাখী

রঙিন প্রাণের আগল খুলে চলিস কোথায়
নবীন পাখী,
পাখায় সোনার আলো লাগে, হিয়া আকুল
আকাশ লাগি' ?
দিগন্তের ওই সুনীল বাঁকে,
উদাস রাতের ফাঁকে ফাঁকে
ডাকে তোরে কেউ কি ডাকে নতুন চাঁদের
সুধা মাখি' ?
নবীন উষার জীবনমুকুল উঠল বুঝি
উঠল জাগি',
তারায় ঘেরা আলোর পারে তোর ছোট প্রাণ
উঠল ডাকি'।—
মোহন মায়া আপন ভুলে,
দোলে কি তোর স্বপন কূলে ?
অরুণরাগের মরম খুলে তাই কি রঙীন
তোর এ আঁখি ?

পরম জন্ম

মায়েব সুরে সুর মিলিয়ে চলবি যেদিন আপনহারা,
পথের বুকেই মিলবে সেদিন পথে চলার আপন ধারা।
চলার ছন্দ সেদিন পায়ে আপনি বেজে উঠবে দুলে,
আপনি ভ'রে উঠবে দুহাত মায়ের পূজার কুসুম তুলে।
মায়ের মাঝে থাকবি সেদিন মায়ের সবি ভালোবাসি,'
দেখবি মায়ের হাসির আলো নয়নে তোর উঠবে ভাসি'।
মা'র তরে তোর যেদিন প্রাণের বাঁধন খোলা হবে সারা,
আপন হিয়ায় দেখবি সেদিন মায়ের কমল ফোটার ধারা।
—মায়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে দেওয়া 'আপন'টাকে,
মায়ের মাঝেই খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া পথ্‌রেখাকে—
মায়ের দুলালরূপে সেদিন উঠবে ও তোর রূপটি ফুটে,
রাঙবে সেদিন জীবন মরণ পূর্ণতারি বর্ণ লুটে।

চরমনিধি বুকে বেঁধে ঝাঁপ দিবি আয় সেই লগনে,
পরমজন্ম হবে যে তোর প্রতি পদে প্রতি খনে।

ফুরায় না

কালের প্রবাহে ভেসে যায় কত মান, কত অভিমান,
আজি তিথি তব স্মরিবার শুধু কবে কী পেয়েছ দান।
যে-চরণধুলা পরশ লভিয়া, জীবন তীর্থ আজি,
যাহার চরণচারণছন্দে নবযাত্রায় সাজি,
সে-মহাস্বপনে প্রহর যাপি' যে তুমি আমি একই সাথে,
অনন্তরবি উদয়ের পথে চলি হাত রাখি' হাতে।
মানব জীবন কতটুকু বল আয়ু তার ক'দিনের,
ফুরায় সকলি, ফুরায় না শুধু যাহা চিরজনমের।

মুছে যায় সব

একদিন যারে জেনেছি জীবনে সবচেয়ে প্রিয়তম,
আজ তার ঘরে যাই আসি, রই দূরে পরবাসী সম।
যে গৃহ সাজাই আদরে যতনে, তিলে তিলে গড়ি যারে,
ডাক আসে যবে আগে চলিবার—ভেঙে চলে যাই তারে।
জানিনা কখন শেষ হয় সব দেনা পাওনার কথা,
জানি, একদিন মুছে যায় সব পাওয়া না-পাওয়ার ব্যথা।

সুন্দর সাথে—

সুন্দরসাথে সুন্দররাতে হে জীবন নবজীবনে জাগো,
অন্তরপ্রিয় অন্তরে নিও চন্দনচিতসুবাসে ঢাকো।
ওই যে তরণী সাজায় যারা
জ্যোৎস্নার পারে আলসহারা,
সেথায় তাদের মর্মমালায় তুমিও মর্মকুসুম রাখো।

দেখো নাহি যায় নিমেষ বৃথায়, নাহি যায় বেলা অমনি ব'য়ে,
দেবার খেয়ায় চল ভেসে যাই আপনহারার স্বপন ল'য়ে।
ওপারের ওই ঘুমহারা সাথী,
বিকাশকুসুম তোলে গাঁথি' গাঁথি',
সেথায় তাহার চরণের রেণু তুমিও পরাণ ভরিয়া মাখো।

আঁখির পাতায় যেন নাহি ছায় তন্দ্রামদির আবেশভরা
সুপ্তির পারে ওই দেখ ওই অন্তরতরী ভাসায় ওরা।
আপনারে ভ'রে আপনা বিকায়,
নিশীথকিরণ চরণে লুটায়,
সেথায় ওদের মগ্ন-বেলায় তুমিও প্রণতি-মগন থাকো।

কেমন

মন যে আমার কেমন করে
কেমন ক'রে জানাব তা,
কেমন ক'রে বইব বুকে
পরশ শিহর শীতলতা।

কেমন ক'রে কইব কথা,
ভাষার মুখে নীরবতা,
জানি কি হায় কেমন আমার
ব্যাকুলতার বিমলতা।

আমার মনের কেমন দুয়ার,
কেমন যাওয়া আসা যে তার,
কেমন গভীরতর প্রাণের
গভীরতর নির্ভরতা।

কেমন দিশার দীপ্ত তারা,
কেমন দিকের দিক্‌পাহারা,
কেমন আমার নিত্যপূজার
নিত্যদেখার তন্ময়তা।

আকাশ হোলির ফাগুন ফাগে,
কোন রঙের যে রংটি লাগে,
কোন দুরাশার ফাঁকে ফাঁকে
জাগে কালের কোন ধ্রুবতা।

কেমন জানি আমার আমি,
কেমন জানি নাম অনামী,
কেমন জানি ভাবের মাঝে
অশেষ অতল গহনতা।

কেমন জীবন, কেমন মরণ,
কেমন সুখের সুখসুগোপন,
সাথীর সাথে চলার সাথেও
কেমন চলার নিসঙ্গতা।

দৃষ্টি-লীলা

আমার মুখপানে চাহিলে যবে তুমি.
ল'য়ে এ দুটি হাত
আপন হাতে,
আশীষ ফুল দানে নীরবে হিয়া চুমি'
কহিলে ঃ "দিনরাত
চলেছি সাথে।"—
" পথের কাঁটা তুলি,'
রেখেছি দ্বার খুলি,'
এখনো আছ ভুলি'
বল কী কাজে ?
ফোটাতে আলো-কলি
এসেছি তম দলি'
রয়েছি শিখা জ্বলি'
হৃদয় মাঝে।"—

দীপ্ত আঁখিদুটি ছড়ালো কত কথা,
বলিল : "ওঠ, জাগো,
মানস-পারে"—
নিমেষে চিত লুটি' গাহিল আকুলতা :
"লহ গো লহ, মাগো,
লহ আমারে।"—
"তোমারে স্বপি' আমি,
চলিব দিন যামী,
বরিয়া নভগামী
সূর্য-পথে।
জীবন ধ্রুবতারা
রহ মা জ্যোতিধারা,
ভাঙিয়া মোহকারা,
সারথি রথে।"—

সহসা দেখি দোলে নেত্রনীলে তব
নীলিমা প্রাণ ঢালা
অসীম—প্রীতি,
সিন্ধু পলে পলে রচিছে অভিনব
মর্ম্মবীচিমালা—
ছন্দগীতি।
উদিলে সেই খনে,
কনক-স্যন্দনে,
মিটিল দরশনে
মরম ক্ষুধা।
কহিলে ধীরে রাখি'
আঁখির 'পরে আঁখি,
"আনি তোদের লাগি'
স্বর্গসুধা।"—

দৃষ্টিমাঝে হেরি বিশ্ব চরাচর,
পরশে মেটে চির-
মানব তৃষা,
আননে রহে ঘেরি স্তব্ধ রবিকর,
উজলি' ওঠে ধীর-
মৌনদিশা।
পরাণ মম আজি
যে-সুরে ওঠে বাজি
সে-সুরে ছায়ারাজি
মিলায় দূরে।
অঙ্গঅণু মাঝে
সঙ্গ তব যাচে
বাজে সে-সুর বাজে
নিখিল জুড়ে।

কবি-দৃষ্টি

ওগো তরী,
মরালগমনী ক্ষুদ্র তরী,
তরঙ্গদোলায় বসি' আপন আনন্দে চল ভেসে,
দেশ হ'তে দেশে।
তীরের বন্ধন মায়া,
খসিয়া খসিয়া পড়ে অকূলের আমন্ত্রণে ?
কার ছায়া
অনুসরি' চলেছ উন্মনে ?
শুনেছ কি অনন্তের আকুল আহ্বান হোথা তটিনীর বিভঙ্গ নূপুরে
কোন্ ছন্দ সুরে
প্রাণ তব দেয় সাড়া ?
শোন ঃ আত্মহারা
টলমল
বহে যায় জল,
স্রোতস্বিনী—অপার উচ্ছল।
তোমারে ডাকে সে কি গো, করে কি উতলা
শ্যামাঙ্গিনী ধরিত্রীর ওই তন্বী সলিল-মেখলা ?
কোন্ অন্তহীন খেলা
খেলে বলো সারাবেলা ?

এ পারের শ্যামকুঞ্জ ঘিরে,
সুপ্তিহারা লক্ষতৃষা জাগে ধীরে ধীরে।
আঁধার কঙ্কালসম বাড়াইছে হাত,
উলঙ্গিনী সঙ্গীহীন বিম্ববতী রাত।
লালসার লোলুপ হৃদয়,
ফেরে দ্বার হ'তে দ্বারে,
ভরিবারে
নগ্নতার বিফল সঞ্চয়।

দূর গগনের ওই পারে আকাশ-নন্দিনী,
আপনার অঙ্গরাগ রচিছে উদার নীলাঙ্গনে।
কিশোরী নটিনী তারা,
ছন্দধারা
সঙ্গোপনে তুলিছে চরণে।
তনু তার আলোবাহুবন্ধনে বন্দিনী,
ওঠে দুলে নেচে নেচে তাহারি প্রণয়ে।
পরম বিস্ময়ে
মর্ত্যের আনন তোলে মুগ্ধ আঁখি ওই জ্যোতি-প্রতিমার পানে।

সুন্দরের গানে
হিয়া তব পূর্ণ, কবি,
ওঠে ভেসে নয়নে তোমার ছবি, বিচিত্র বরণ ছবি !
কে বা জানে কতকাল ধরি',
সম্মুখে পশ্চাতে যুগ যুগান্তেরে স্মরি'
তোমার তরুণ মন,
তরুণ স্বপন
গাঁথি ল'য়ে,
দূর হ'তে দূরে চলে কল্পনা-অতীত হ'য়ে।
দৃষ্টির অসীম ক্ষুধা
অন্তরে তোমার,
ঝরে সুধা
নিখিল আত্মার,
প্রতি বিন্দু তুমি তার চাহো পান করিবারে, ভরিয়া হৃদয়ে মনে,
উন্মুখ নয়নে।

জন্মদিনে

তিমিরের বক্ষে হারা,
জীবনের সুরটি ধ'রে,
হে আমার স্বর্গধারা,
এলে মোর পথের 'পরে।

সে-রাতের পাথার কূলে,
হ'য়ে মোর সাথের সাথী,
হৃদয়ের আগল খুলে,
জ্বেলেছ কোন সে বাতি।

তারি সেই আলোর রেশে,
সে-শিখার মন্ত্রগানে,
পথ মোর উঠল ভেসে,
অকূলের অভিযানে।

পরশের শিহরণে
আনি' কোন্ পারের দিশা,
প্রভাতের আলিম্পনে,
দীপিলে আমার নিশা।

হারানো সুরকুসুমি'
হে সুরের নবকিশোর,
মোর সেই মরুভূমি
করলে স্বর্ণনিঝর।

হে অসীম পথচারী,
হে পথিক আপন ভোলা,
অরূপের রূপ পসারি'
গগনের এ কোন দোলা

জন্মদিনে

ওঠে ওই কণ্ঠ ভরি',
সুরের ওই ইন্দ্রজালে,
চলে কোন্ স্বপন-পরী
কোন উষায় লগ্ন-তালে।

তোমার ওই আঁখির তরী
যে-ঘাটে বাঁধলে আজি,
আলোকের মুকুল ঝরি'
তারে দেয় আপন সাজি।

জাগালে কতই জীবন,
মোহন ওই স্পর্শ গীতে,
চলো আজ জীবন আপন
সাজায়ে সমর্পিতে।

হে তাপস মুক্ত-পথের,
চলো দূর অভিসারে,
চলো সেই রক্তরাগের
সুরে সেই আকাশ পারে।

চলো গো চলো যেথায়
ডাকে প্রাণ তোমার আমার,
চলো আজ বিদায় বেলায়
খুলি সেই মিলন-দুয়ার।

হে দিশার প্রথম তারা,
দিশারীর চরণ-বীণে
বাজো আজ আপন হারা
তোমার এই জন্মদিনে।

বসুধার তীরে

ম্লায়মান বসুধার তীরে,
কোন্ অন্তরাল হ'তে ধীরে
নামে সন্ধ্যা আনত-নয়না,—
অদৃশ্য ঊর্ধ্বের ওই অনন্ত-চেতনা
ছায়াসনা।
পেলব বয়ানে তার,
মূর্ত প্রশান্তির নিগূঢ় ব্যঞ্জনা।
ধরিত্রীর
কর্মশ্রান্ত তপ্তদেহভার
মূর্ছাহত সুখাবেশ স্পর্শে গোধূলির,
পাণ্ডুর নিষ্প্রভদৃষ্টি অর্ধনিমীলিত।
দীপ্তি-তিরোহিত
দিগন্তের তন্দ্রালু আরক্তনেত্র পড়ে ঢ'লে
ধূসরাভ অঞ্চল নিতলে।

মুছে যায়,
সে-কোমল স্নিগ্ধতায়
দিনচক্রে নিষ্পেষিত সব গ্লানি, সব ক্লান্তি, সব মলিনিমা,
ভেসে আসে শান্তি মধুরিমা
সায়াহ্নের তটপ্রান্তে বুলাইয়া মৃদুল বীজন।

সুসংহত মুহূর্তের এই নিবিড়তা,
লঘুপদভরে
ঘনায়িত আঁধার সোপান বাহি' পশিয়া রাত্রির অন্তরের স্তরে
বিছায় আসন;
করিয়া ধারণ
জড়মগ্ন নিরালোক ধূলির সত্তারে,
পুনরায় হয় ওই গগনের পারে
ঊর্ধ্বাসীন, মুদিত নয়ন,
সৃষ্টি স্বপ্নরতা।

বিশাল বক্ষের ওই স্তব্ধ নিরালায়,
ফোটে একে একে
নিরুদ্ধ জ্যোতির বিন্দু সারা অঙ্গ ব্যেপে,
থেকে থেকে
ওঠে কেঁপে
চমকিত প্রায়।

নিশীথের শেষযামে আশীষ-চুম্বন রাখি'
তপনের মাথে,
সঞ্চারি' নবীন গতি জাগে ধ্যানপীঠ ছাড়ি' উন্মীলিত আঁখি
নবারুণ সাথে।

মহেশ্বরী*

তুমি রও সেই দূ…র…হ'তে…দূর মহাবিস্তার মাঝে,
তুমি রও চির-প্রশান্তিঘেরা মহাব্যোমের কাজে।
যেথা হ'তে সব সৃষ্টি-স্বপন রূপঘন হ'য়ে আসে,
যেথায় তপন পথ পায় আসি' অন্তহীন আকাশে।
যেথা হ'তে খোলা চলাচলপথ দ্যুলোক ভূলোক মাঝে,
সে-বিশালতার অসীমে তোমার সিংহাসন বিরাজে।
মানসলোকের আরো ওপারের ঊর্ধ্বরাজ্যে রহি',
আরো মহীয়ান্ মহত্তর যা তারে আনি' দাও বহি'
কী আশ্চর্য অপূর্বতায় সে-ঐশ্বর্য রাশি!
তারি কিরণের রেখাপাতে তোল মানসেরে উদ্ভাসি'।
আত্মারে দাও রূপ যেথা হ'তে, যেথা আসি' কাল থামে,
যেথা হ'তে পায় লোকে লোকে আলো,—সূর্যে আলোক নামে,—
সেথা তুমি বসি' হে সম্রাজ্ঞী জননী মহেশ্বরী,
জীবনেরে তোল বিভাসিয়া তব জ্ঞান-বিভূষিত করি'।
দিতে তারে আরো পূর্ণতা, আরো আলোর আলোতে ভরি',
সেই সাঁচে ঢেলে গড়িছ তাহারে উজ্জ্বলতর করি'।

* মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই চারটি কবিতা শ্রীঅরবিন্দের "The Mother" বই থেকে তার ভাবের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

ভেঙে দিতে চাও পাতালের সেই অতল অন্ধকার,
আলোক রশ্মি ভ'রে দিয়ে সব রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার।
চাও তুমি, সে-ও লভিয়া জীবন উঠুক জাগি' আলোতে,
লভুক মুক্তি চিরনিরুদ্ধ নিরালোকপুরী হ'তে।

মানবজীবন জন্মবন্দী বন্ধন মাঝে তার,
কত অসহায় বহিতে আপন শৃঙ্খলগুরুভার,
পদে পদে মানে পরাজয় তবু ছাড়িতে চায় না তারে,
অজ্ঞানতার অহমিকাপাশে রহে তারি কারাগারে।
তুমি জানো, মাগো, প্রকৃতি তাহার, জানো কী বা প্রয়োজন,
প্রতিটি গতির কোথায় কখন চলার ধারা কেমন ঃ
—ভেসে যায় কোথা জোয়ারের মুখে, ঠেকে কোন বালুচরে,
দুর্বলতার সহচররূপে কার সাথে খেলা করে।—
জানো কাল-নীতি, জগতের রীতি, কী কবে ছিল, কী আছে,
কী হবে তাহাও জানো,—কিছু নাই অবিদিত তব কাছে।
জানিতে যা চাও প্রতিফলে তা-ই জ্ঞানদর্পণে তব,
যে চায় তোমার জ্ঞানের তিলক তারে দাও সে-বিভব।

দেখিবার আছে নয়ন যাহার তারে দাও আরো আলো,
তব অন্তর্দৃষ্টির দীপ নয়নে তাহার জ্বালো।
যে মূর্খ চায় রহে পরাধীন আপন অহঙ্কারে,
তার অনুরূপ দিয়ে ছেড়ে দাও রহিতে তেমনি তারে :
—লভিতে চায় ত লভুক কামনা-জগতের সফলতা,
না হয় ত সব সম্ভানার মৃত্যুর ব্যর্থতা।—
ভগবৎ-মুখী নহে যারা, রহে বিদ্বেষী, বিদ্রোহী,
তাদের আপন কর্মের ফল দাও চলিবারে বহি'।
প্রতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যরে রাখিয়া যতনে তারে
সর্বোত্তম রূপ যা সেরূপে চাও, মাগো, ফোটাবারে
জ্ঞানশীর্ষের অধিষ্ঠাত্রী, ওগো দেবী মহীয়সী,
দিব্যাভরণে বর্ণে তোমার চমকিত ক্রন্দসী।
অরূপের তুমি রূপবর্ণনা, সঙ্গিনী অসীমের,
অম্বরসম অবিচলতায় আছ বসি' স্থৈর্যের।
নাই সীমা নাই ধৈর্যের, নাই অবধি যে করুণার,
নাই, মাগো, শেষ তোমার অপার ক্ষমা সহিষ্ণুতার।
অসুর পিশাচ, রাক্ষসও তব কৃপাবঞ্চিত নয়,
অবার মহানুভবতা তোমার দেয় সবে আশ্রয়।

ধনী নির্ধন, মহৎ ক্ষুদ্র, সক্ষম অক্ষম,
বাহুমাঝে লও সবারেই, নয় কেহ বেশি কেহ কম।
সকলেরে পান করাও তোমার স্তন্যপীযূষধারা,
স্নেহঝরা সুরে বরাভয়ে দাও সকলের ডাকে সাড়া।
মাতা তুমি, নাই সন্তান প্রতি মমতার অন্ধতা,
দৃষ্টিতে নাই অপরিসর সে-মোহ-সীমাবন্ধতা।
নহ আবদ্ধ বন্ধনে, নাই আসক্তি কোনোখানে,
বাঁধিতে তোমারে পারে নাই কেহ কোনোকালে কোনোটানে।
সার তব কাছে এক শুধু সেই : পরম যা সত্য তা,
নিখিল জগতে প্রকাশিতে তারি অমিশ্র শুদ্ধতা।
পারে না টলাতে সেথায় তোমারে যা তব ইচ্ছা নয়,
তারি পায়ে মানে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, সবকিছু পরাজয়।
স্থির কর যাহা একবার তার নাহি পরিবর্তন,
সে-অটলতাও কোন ধ্রুবতার ইঙ্গিত সুগোপন
মানবের মন পারে না জানিতে, তাই তার মত ক'রে
দেখে ভাগ ক'রে অখণ্ডে তব খণ্ড খণ্ড ধ'রে।
মনের মনন, মনীষীর মেধা, পায় না নাগাল তব,
আসিতেই হয় ফিরে তারে মানি' বার বার পরাভব।

শাস্তি তোমার বলে যারে সে যে কত বড় মহাদান,
কত ভালোবাসা, কী ক্ষেমঙ্কর, নির্দেশ কী মহান্ ঃ
—সচেতন করে রাখিতে প্রহরী অচেতনতার 'পরে,
ডাকিয়া জাগাতে, রাখিতে লক্ষ্য কে আসি প্রবেশ করে
ঘুচাইয়া দিতে সব অন্ধতা, দেখাতে আপন সীমা,
রাঙাতে মুক্ত জীবনমর্মে প্রভাতের অরুণিমা।—
বর্জন যারে কর বিসর্জি সে-ও তারি ভালো ব'লে,
বিশ্ব ভুবনজোড়া তব ওই কোলেই তবু সে দোলে।
কঠিন কোমল একাধারে তুমি তোমাতে বিরাজে সবি,
মহাকাশ সম নির্বারিত হে নির্বিচলের ছবি!

যে সঙ্কল্পে রহে বিধাতার স্বাক্ষর, তারে ধরি'
চল' অবিচল পদসঞ্চারে তাহারে সফল করি'।
সে-আদিদেবের বাঞ্ছাপূরণই তব ধর্মের প্রাণ,
তব কর্মের অভিলাষ শুধু তারে দিতে রূপদান।
রূপায়িতে সেই অরূপ স্বপন তুমি অপলক থাকো,
তারি রেখা 'পরে নয়নতারায় চিরনিবদ্ধ রাখো।
তাই কাহারেও কভু তুলে ধর', টেনে লও কভু কাছে,
কভু ফেলে দাও তারেই আবার আবর্জনার মাঝে।

কুসুমিতে সেই কনককমল যাহা কিছু লাগে কাজে
ফোটাবার তরে তারেই তখন তুলে নাও তার মাঝে।
তোমার সৃষ্টি সকলি, অংশ তোমারি ত সব, তাই
যেথা-ই রাখো বা না-ই রাখো—র'বে সবি সেই একই ঠাঁই।

আদি জননীর জ্ঞানস্বরূপিণী, জ্ঞানময়ী অম্বিকা,
বিজ্ঞানলোক-কাহিনী মা তুমি মহালিখনের লিখা।
সীমার বক্ষে উজলিয়া ধীরে সীমাহারাবার বাণী,
অশেষের পানে তুলে লও খুলে শেষ আবরণখানি।

মহাকালী

অয়ি তুঙ্গশিখরবাসিনী,
অভ্রভেদীচূড়া 'পরে বসি' একাকিনী,
মন্ত্রের তপন গাঁথো স্পর্শমণি-করে ;
উষর অন্তরে
তোলো ভরি' বহ্নিজ্বালাস্থুর অনাহত।

চরণের প্রান্তে তব শির করি' নত
অনন্তের উচ্চতম স্বপনবিহার।
ইঙ্গিতে তোমার
নিভৃতির অনাবৃত স্বচ্ছ আবাহন
ভাঙিয়া স্বপন
ফিরে ফিরে ডাকে,
আঁধারের দ্বারে দ্বারে, নিশান্তের ফাঁকে।

শর্বরীর নৈশজাল নাশি'
ওঠে ভাসি'
ছায়াসম কামনার উলঙ্গ কঙ্কাল,
সম্মুখে চেতনাহারা কৃষ্ণা চতুর্দশী,—নিঃসঙ্গ ভয়াল।

পদক্ষেপে প্রোজ্জ্বলিয়া ঊর্ধ্ব মহাদিশা,
নিবিড় নীরন্ধ্রনিশা
চকিতে বিচূর্ণ করি' সম্বিতের আলোক সম্পাতে,
বিলাও আপন হাতে
বৈজয়ন্তী উন্মাদনা আবেগকম্পনহীন শূন্যভরা রাতে।

দেবদুর্গ সুরক্ষিণী, দেবী সর্বজয়া,
বরাভয়া
প্রসারিত ওই দুটি হাত—
একাধারে দুইরূপে তোমারে যে করে প্রতিভাত।
অবর্ণ্যবর্ণনাসম অঙ্গে অঙ্গে ঝলে অপরূপ
আপন স্বরূপ!
হে প্রবলপরাক্রান্তা, রুদ্রের সঙ্গিনী,
বিক্রমশালিনী মহা তেজতরঙ্গিণী,
রণ-প্রীতি ভঙ্গী তব, ছন্দ শঙ্কাহরা,
শক্তিবেগে বিকম্পিত স্বর্গ মর্ত্য ধরা।
প্রচণ্ড উদ্দাম গতি,—
লীলায়িত ক্ষিপ্রতার অপ্রতিম জ্যোতি রূপমতী।

ফুলিঙ্গ খধূপবাণ,
নেত্র হ'তে প্রমুক্তিয়া শূন্যেতে প্রয়াণ।
অগ্নিক্ষরা অসি,
ঝলসিয়া উষসীর দিকচক্রবাল-মসী,
তড়িৎ-প্রবাহে খেলে
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবহেলে।

হে জননী মহাকালী,
হে মহাকালের অংশুমালী,
বিনাশি' কালের শত্রু কালরাত্রি করে অবসান
তব শক্তি খড়্গখরশান।

দেবদ্রোহী-বিমুখতা ক্ষমাহীন ভীমভঙ্গিমাতে,
বাজে তব নৃত্যোদ্বেল চরণসংঘাতে।
তোমার আনন,
অসুর সংহারযজ্ঞে ভয়ঙ্কর নির্মমভীষণ,
কৃপালেশহীন—
কুলিশকঠিন।

হে অনিন্দ্য শক্তিরূপশোভা,
অগ্নিবাণবরষিণী ওই তব দীপ্রবীর্যপ্রভা।
নিবিড় আবেগপূর্ণ অন্তরে তোমার,
সঞ্চারিত প্রেরণার অনন্ত সম্ভার।
বিজলীর প্রবেগ-প্রদীপ্তসত্তা সম
নিমেষে ঝলকি' করে অনাবৃত তার স্বপ্নশৃঙ্গ উচ্চতম।

সীমান্তের বাতায়ন হ'তে দেখ নিচে :—
—অশেষ কামনারাশি কোথায় ভ্রমিছে,—
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল কোথা রচে বিপ্লবের কায়া,—
কোথা মিথ্যা হানে কর, কোথা আনে মরীচিকা মায়া,-
কোন্‌খানে ওঠে বাজি' নির্বিবেকবাঁশি,—
আসে কোথা হ'তে ভেসে কঙ্কালের বিকৃত বিকট অট্টহাসি,-
কোথায় রুধিরাপ্লুত বুভুক্ষা লুটায়,—
লালসার নাগপাশে দেবব্রত, দেবধর্ম কোথা ভেসে যায়,—
তোমার নূপুর সেথা বজ্রতালে তালে
জীবনেরে দেয় দোলা মরণের শ্বেতপাণ্ডু ভালে।

প্রাণোচ্ছল সমুজ্জ্বলা নির্ঝরিণী, তুমি ওগো করুণা-ভাস্বতী,
বাধার শিলারে ভাঙি' দুর্নিবার তূর্ণস্রোতে বহে তব গতি
বিঘ্নবিদলনী—
হে বিদ্যুদ্‌গমনী,
বেগের আবেগ ভরি' কর প্রাণ দীপ্তরসঘন
আনন্দ তরঙ্গহীন বিনা তব সেই উদ্দীপন।

দিব্যস্বপ্ন, দেবোদ্দেশ্যপূর্ণকামব্রতা,
তারি 'পরে একমুখী তব একাগ্রতা।
মুঞ্জরিতে তারি মন্ত্রবীজের অঙ্কুর,
প্রেরণার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে দাও দীপঙ্করসুর।
—পূর্ণসিদ্ধি সফলতা দেব-সঙ্কল্পের,—
অটল সঙ্কল্প ওগো তোমার মর্মের।
নাহি সেথা বিফলতা ছায়া,
নাহি কাল যাপনের লাগি' অনন্তকালের মায়া,—
কাল তব করতলগত,
গতি তার, সেও তব অভিলাষ মত,

তবু সেই আস্পৃহার তরে,
তোমার শক্তিরে করে
অপলক তন্দ্রাহারা—
প্রবাহিণীসম তার বহে চির-অবিচ্ছিন্ন ধারা।

যেথা ত্রুটি, যেথা শিথিলতা,
যেথা চ্যুতি, অবহেলা, যেথা অলসতা,
সেথা নাহি তব ক্ষমা,
তুমি তীব্রতমা,
ভ্রূকুটি কুটিল তব চাহনীর সে-উগ্রতা যেন
মরুভূমিমধ্যাহ্নের প্রখরতপনতাপ হেন।
তব কাল-তরবারী তাই পড়ে সেথা,
শ্লথগতি যেথা,—
দারুণ আঘাতে করে সচেতন তারে
বারে বারে।

নহ শুধু তীক্ষ্ণ তুমি, নহ শুধু ভীমা, করালী মা,—
তব হৃদয়ের তপ্ত ভালোবাসা,—ঝলমল আলোক সে,
নাহি তার সীমা পরিসীমা।

ওগো আদিজননীর মর্মবহ্নি, প্রোজ্জ্বলন্ত অনল-ঝটিকা,
পাবনের পাবন হে তুমি, মহাপাবকের শিখা।
আঁধারের বক্ষে তুমি জ্বালো চির-অনির্বাণ আত্মিক-বর্তিকা
হে অম্বিকা,—
বহু সাধনায়,
যুগ যুগান্তেও র'য়ে যায়
অলব্ধ যা, অসম্ভব, স্বপ্ন-অগোচর,—
তোমার শকতি করে সে-দুর্লভে, কত না সহজে, সুলভ সম্ভবপর।

মহালক্ষ্মী

ওগো অলকাবাসিনী, রূপবিভাসিনী, সুরনরচিরবন্দিতা,
ওমা অতুলহাসিনী, রূপবিলাসিনী, নন্দনবীথিনন্দিতা।
ওগো নিখিলচিত্তহরণী,
রূপে মদিরমুগ্ধ ধরণী,
তারি অলোক-আলোকে চমকি'
চাহে মোহিত জগৎ থমকি',—
রূপে বর্ণে বর্ণে ঝরে অবর্ণ্য স্বর্গসুষমাছন্দিতা।

ওই অনিন্দ্য রূপমাধুর্য কোন্ সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত,
কোন্ সুসঙ্গতির সঙ্গীত সব ভঙ্গীতে তব ঝঙ্কৃত।
ওই দীপ্তচকিতচাহনী
কোন্ অমরাবতীর লাবণী,
তব হাসির কিরণে রাঙায়ে
তোল অন্তর সব জাগায়ে;
ওঠে চলার সঙ্গে চরণভঙ্গে কোন্ আনন্দ গুঞ্জিত।

ওমা কমল-আসনা, কমলবাসনা, হৃদয়কমলরঞ্জনা,
ওই কঞ্জনয়নে অঞ্জিত তব কোন্ চন্দিম-অঞ্জনা।
অতি সুকোমল তুমি কমলা,
প্রতি ভঙ্গিমা রূপ অমলা।
তারি সুমধুর মধুরিমাতে
ভাতে সৌরভ চিরনিভাতে,
ওমা সুন্দরতমা, অনুপমা রমা, রূপাতীতরূপবাঞ্জনা।

কর' ঐন্দ্রজালিক পরশ ঝলসি' রভসে সরস অন্তর,
ভরে অঙ্গে অঙ্গে হরষ রঙ্গে তরঙ্গিয়া নিরন্তর।
যবে মেলিয়া ও-রূপময়ূখে,
তুমি দাঁড়াও মা আসি' সমুখে,—
রূপ ঝলে অণুপরমাণুতে,
সব গ্রহতারা শশী ভানুতে,
বহে উচ্ছল উল্লাসহিল্লোল উল্ললিয়া দিগন্তর।

তুমি চাও মাগো ঃ সেই শুভ্রতার অপূর্বরূপচিরন্তনে
ঘিরি' রয় প্রাণে, মনে, সকল মননে, সব চিত্ত স্পন্দনে ।—
তারি মর্মপরাগ লুটিয়া,
ওঠে জীবন-মুকুল ফুটিয়া,—
রহে ভিতরে বাহিরে রূপিত,
সব কর্মের প্রাণ চুমিত,
করে অতুলনীয় সুরম্য সৌম্য চর্চিত চারু চন্দনে ।

চাও সুকুমার চিরপেলব মাধুরীমণ্ডিত সুমোহনশোভা,—
সেই সুচারুরুচির রমণীয়তায় গড়িতে ভুবন মনলোভা ঃ
করি' সবি অনির্বচনীয়
ঝরে কমনীয়তার অমিয়,
রহে সব অনুরাগে, মিলনে,
সব অনুভবে, অনুশীলনে,
রহে দীপিয়া সকল সুগভীর তল তাহারি সঞ্জীবন-প্রভা ।

সেই সুসাম্য রূপ কাম্য ঐক্য আহ্বানে যারা দেয় সাড়া,
চায় জন্ম জন্ম স্বরঞ্জিতে সে-মঞ্জিমাময় রূপে যারা,
মাগো তুমি সেথা ভালোবাসিয়া,
আসি' ধরা দাও মধুহাসিয়া,
নিতি তব কৃপা নির্ঝরিয়া
রহ' রিক্তে সিক্ত করিয়া,
সেথা ঝলকে তোমার করুণা যেমন ঝলকে রশ্মি রবি তারা।

মাগো বাজে শুধু সেথা তব আগমনী যেথা সব রাজে রূপ ধরি',
যেথা নিতিলীলায়িত লালিত্য দেয় সুষমার বুকে রূপ ভরি',
সেথা রূপ হ'তে রূপে বিহরি',
চল পলকে পুলক শিহরি',
ওগো চিরসুন্দরস্বপিতা,
রচি' মর্ত্যে স্বর্গ কবিতা,
চল সবিতা স্বপন মুঞ্জর-গীতি গুঞ্জরি' সেই রূপ স্মরি'।

নহে বাঞ্ছিত তব নীরস আত্মনিগ্রহতার দীনচিত,
বাজে প্রেমভক্তির সরসতা মাঝে মঞ্জীর তব শিঞ্জিত।
সেথা আসন তোমার পাতিয়া,
তোল রূপের সেরূপ ভাতিয়া,
ঢালি' তব বৈভব রতনে,
দাও সাজায়ে জীবন যতনে,
করি' সুললিত সব ছন্দ গন্ধ তারি লাবণ্যসিঞ্চিত।

যেথা হিংসাবৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধি, কুপ্রবৃত্তিমগ্নতা,
যেথা ক্ষুদ্রতার দারিদ্র্য, ঈর্ষা, কলুষ, ঘৃণা কৃতঘ্নতা,
যেথা স্বরূপের রূপ রয়না,
যেথা বিবেকেরে মানি' লয়না,
তুমি সেথা হ'তে যাও সরিয়া,
রও সুদূরে আড়াল বরিয়া,
নাহি থাকো সে-সীমায় যেথা হানাহানি নৃশংসতার নগ্নতা।

ওই অসুন্দরের রূঢ়কৃত্রিম অকৃতজ্ঞ অসত্যতা,
করে ব্যথিত তোমারে সে-অমার্জিত ক্রূরতার মূঢ়মত্ততা,
নিজ দিব্যবিরাগ মানিয়া
মুখে আবরণ দাও টানিয়া,
তুমি কাহারেও কিছু কহ' না,
নাহি চাহিলে সেথায় র'হ না,
কর' প্রতীক্ষা পুন প্রভাবিতে সেথা সূনৃত-সুসম্বদ্ধতা।

ল'য়ে জ্ঞানেরে তুলিয়া দেখাও সৌধচূড়া পরমাশ্চর্যের,
তোল উদ্ভাসি' সেই রহস্য সব আনন্দ ঐশ্বর্যের,
তারি মণিমঞ্জুষা খুলিয়া,
ধর একে একে সব তুলিয়া,
যাহা দেখাও সেথায় সবি ত
মাগো সকল জ্ঞানের অতীত,
তুমি কর সম্ভব দেখিতে সে-সব সম্পদ সৌন্দর্যের।

ওগো   আদিজননীর রূপের রূপিণী, মহারূপীয়সী অম্বিকা,
সেই   সৌষ্ঠবরূপসুশোভনতার অমরতায় জ্বলন্তিকা।
দেবী   তুমি চির অপ্রতিমা,
তুমি   অদিতির রূপমহিমা,—
দোলে   তোমার ময়ূরপঙ্খী
তার   অপরূপতায় অঙ্কি',
চলে   তোমারে বহিয়া হে মহালক্ষ্মী, রূপোজ্জ্বল চলন্তিকা।

মহাসরস্বতী

ওগো বাণী বীণাপাণি, মহাজ্যোতি, মহাসরস্বতী,
হে মহতী মহাশ্বেতা, ভগবতী জননী ভারতী,
সুনিপুণা, সুকৌশলা, অদ্বিতীয়া কর্মশিল্পী, সেবী,
সব অনুপ্রেরণার মূলকেন্দ্র তুমি, ওগো দেবী ;
তব কর্মপ্রবণতা,—ভাগবতী প্রেরণার গতি
চলে নিতি পরখিয়া সবকার্য সযতনে অতি
দিতে পূর্ণাঙ্গতা তারে, করিবারে সর্বাঙ্গসুন্দর।
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতম সমুদয় ক্ষুদ্র বৃহত্তর
চাহিছ প্রতিটি হোক মুক্তাসম নিখুঁৎ নিটোল,
সম এক প্রস্ফুটিত অনুপম অনিন্দ্য কমল,
আপনাতে আপনি সে সুসম্পূর্ণ, সুচিত্রিত ছবি,
অনবদ্যরূপ এক,—তারি মাঝে মূর্তায়িত সবি।
কতবার কতভাবে তাই তারে ধরি' নিরখিছ,
অন্তহারা ধৈর্যে তব বার বার ভাঙিয়া গড়িছ
যে অবধি নাহি হয় ত্রুটিশূন্য, ব্যতিক্রমহীন,
নাহি পায় কাম্য সেই যথাযথরূপ যতদিন,
তোমার হস্তের নাই বিশ্রাম, মা, ক্ষণিকেরো তরে.
অশেষ আগ্রহ তব তারি 'পরে অনুবধি ঝরে !

অতিক্রমি' কালচক্র, বিস্মরি' কালের রাত্রিদিন,
অনন্তকালের পথে শ্রম তব চলে অন্তহীন
একান্তবিমগ্নতায় প্রাণকান্ত সেই স্বপ্নলীন ;
কত প্রতিবন্ধকের পদে পদে হ'য়ে সম্মুখীন,
বার বার ব্যর্থ করি' দেয় ভাঙি' তব শ্রম যারা,
সহি' কত তিলে তিলে গড়েছিলে যারে তন্দ্রাহারা
পারে না তোমারে কেহ নিরুদ্যম করিতে মা কভু,
ক্ষান্তি শ্রান্তি ক্লান্তিহীন সমোৎসাহে অবিচল তবুও
চল সব বাধাবিঘ্ন বিপদেরে উপেক্ষিয়া তুমি,
—পুরোভাগে লীলায়িত অম্বরের শুভ্রভাল চুমি'
আদর্শ-পতাকা তব।—তারি মর্ম তুলিতে কুসুমি',
জগতে করিলে তব মনোনীত কর্মক্ষেত্রভূমি।
সেইমতে সুসম্পন্ন করিবারে যাহাকিছু সব :
—প্রতিঅঙ্গ, প্রতিরেখা, প্রতিটির প্রতি অবয়ব,—
হয় যেন নিদর্শন, পরিচয় অনুরূপ তার,
একখানি মূর্তশিল্প, মূর্তি এক তারি সুষমার।

মানবের কাছে রহ' তাই সহ' সবচেয়ে বেশি,
চাও তারে দিতে দীক্ষা, শিক্ষা হ'তে অবিচ্যুতান্বেষী ;
সব কৃষ্টি, শিল্প সৃষ্টি উৎকর্ষের আদর্শস্বরূপ ঃ
—একটি সম্পূর্ণ পূর্ণ-বিকশিত রূপ অপরূপ।—
অন্ধকূপ হ'তে তারে আনো তুলে আলোময় পারে,
পূর্ণসিদ্ধি ঋদ্ধি সব এনে দাও তাহার দুয়ারে।
প্রসারিয়া বাহুযুগ সর্বসহা হে দেবী বরদা,
আগুলিয়া আছ তারে শিরে হাত রাখিয়া সর্বদা,
সতত সহায়রূপে সুখে দুঃখে সমবেদনায়,
বক্ষে তুলে লও টানি' যতবার পড়ে সে ধুলায়।
নয়নে নয়নে রাখো স্নেহঝরা দৃষ্টিতে আবরি',
এতটুকু শুধিবারে কত কর কতকাল ধরি' !
যে রঙের রঙে চাও করিতে রঙিন সবি তার
স্থিরকল্প চল সেই লক্ষ্যপথে লক্ষ্যে করি' সার।
ধৈর্য-সহ্যশীলতার প্রতিমূর্তি, মূর্তিমতী অভী,
তুমি বিদ্যাদায়িনী, মা, তুমি মহা কবিতার কবি ;
সব শিল্প রচয়িতা, ভাস্করের ভাস্বরশকতি,
তব ওই সুদক্ষ-তক্ষণীপাণি খচিছে মূরতি

কত নব নব ঢঙে, কত ছাঁদে, রূপাযিছে তুলি'
পঙ্ক হ'তে পঙ্কজেরে মৃত্তিকার স্বপ্নদল খুলি'।
অনুপ্রাণিত এ বিশ্ব, সঞ্চারিত ভরা প্রেরণায়,
নিয়ন্ত্রিত, সুগঠিত সুচালিত পরিচালনায়।
তব পরিকল্পনার ভিত্তি 'পরে শোভিছে ভুবন,
তুমি ধ'রে আছ তারে রাঙি' তার-প্রাণের স্বপন।
হে অতন্দ্র শুভব্রতা, হে সার্থক-কর্মঅভিলাষী,
হেরিতে সে ব্রত পূর্ণ আঁখি তব কতই পিয়াসী!

পার না সহিতে, মাগো, নাহি চাও: অযত্নে হেলায়
ফেলে রাখা, বাকি রাখা, অর্ধশেষ অসমাপ্তপ্রায়,
অপটু অপরিপাটি এতটুকু কিছু কোনো কাজে,
ছোট বড়, তুচ্ছ উচ্চ, নাহি তব কর্মধারা মাঝে।
হোক ক্ষুদ্র এসৃষ্টিতে, তবু স্থান ক্ষুদ্র নহে তার,
ক্ষুদ্র বালুকণা দিয়ে ঘেরা মহাসাগর অপার।
তুচ্ছের মাঝেও আছে মহোচ্চের সম্ভাবনাভরা,
তুচ্ছ এ মাটিতে হ'ল এত বড় এই বসুন্ধরা।
একে অপরের মূল্য, অংশ মহাসমগ্রতা মাঝে,
অভিন্ন, অপরিহার্য তার পরিপূরণের কাজে।

মানুষের অহঙ্কার, অনিচ্ছার সব দুর্বলতা
জানিয়াও করুণায় রেখে তার সব স্বাধীনতা
শুধিতে সময় দাও দিয়ে তারে পূর্ণ অধিকার
সে-সার্থকসাফল্যের ; প্রয়োজন যোগায়ে তাহার
অপেক্ষায় রও জাগি' অনিমেষ। যাও অবিরত
কত মহাসুযোগের যোগাযোগ ঘটায়ে নিয়ত।
তবু নাহি ছেড়ে যাও, নাহি দূরে লও আপনারে,
কণ্টক কাননে রও নিষ্কণ্টক করিতে তাহারে।
—কতটুকু হ'ল সারা, কোন্‌খানে কতখানি বাকি,
কোথা কী রহিল পড়ে, কোথায় চলেছে কোন্ ফাঁকি,—
এড়ায় না কিছু তার দৃষ্টি তব।—আঁকো তুমি বসি'
সৃষ্টিপটে সেই সর্ব-সৌন্দর্যের মর্মরূপশশী।
সেই রূপে রূপাঙ্কন যতক্ষণ নাহি হয় সারা
শ্রমে ক্লেশ নাহি মানো, নাহি জানো সময়ের তাড়া।
অভীপ্সিতরূপপ্রাপ্ত হ'লে রাখো যথাস্থানে তায়,
নিয়োজিত কর তারে, তার কাজে এ বিশ্বলীলায়।

—পুঙ্খ অনুপুঙ্খরূপে অনুক্ষণ এই দেখা-প্রীতি,—
এই চ্যুতিলেশহীন-কর্মধারা, সমাধার রীতি,—
এ দিব্যপ্রতিভাদীপ্ত চারুকর্মকারুর পটিমা,—
একে একে খোলা সব জড়জটাজালের জড়িমা,—
ধ'রে থাকা, জেগে থাকা, অবিচ্ছিন্ন এই লেগে থাকা,—
এমন ধৈর্যে ও প্রেমে অপূর্ব এ স্থনিখুঁত আঁকা,—
এই ধীরধারা সাথে সাধা হেন অসাধ্যসাধন,—
অবাক নির্বাকপ্রায় হতবুদ্ধি মানুষের মন !
তবুও দ্বিধায় দোলে, তবুও উদ্ধত বুদ্ধি তার
চাহে সব বুঝে নিতে শক্তির গরবে আপনার।
বিস্ময় ও সংশয়ের আলোড়ন মানসে তাহার
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তোলে একই প্রশ্ন ল'য়ে বার বার :—
সম্ভব কি কভু এই অসম্ভব ? এ যে অনবধি,
অফুরন্ত দ্বন্দ্ব-ধন্দ, অনন্ত এ অগাধ জলধি !

বল, মা করুণাময়ী, রক্তেরাঙা অলক্তক পদে
কোন্ আদিকাল হ'তে স্থকঠিন মাটির এ পথে

চলেছ যাত্রায় কোন্? কোন্ স্বর্গ করিতে রচনা
বরিলে এ দীর্ঘপথ, হে জননী, হে অনন্যমনা?
সোনা করিবারে এই মর্ত্যধুলা, মাটির জীবন,
তারি রূপায়ন পথে তাই হেন তোমার ভ্রমণ
ছাড়ি' সব স্বর্গসুখ? সেই কর্ম করিতে সমাধা,—
বিচূর্ণিতে তারি এই পাষাণ পর্বতসম বাধা:
—সম্মুখে বিপুলকায় দৈত্যসম দাঁড়ায়ে যে পথে,—
সাধো এ অশেষ কষ্ট এই নিচে নামিয়া জগতে!
এ কী ভালোবাসা তব আসি' হেথা মানবের মাঝে,
তার ভুলভ্রান্তিভরা জীবনেরে লও তুলে কাছে,
হে নিকট বন্ধু, সাথী, হে চিরদরদী মানবের!
চক্ষে বল কোন্ স্বপ্ন? বক্ষে আলো তারি স্ফুরণের?

কেহ যা পারে না মাগো, তুমি তারে কর সমাপন,
তুমিই দেখাও সেই যথারীতিরচনা কেমন।
কতই বিচিত্ররূপে রেখা 'পরে রেখা যাও টানি'.
ফোটাও আলেখ্য কত নয়নের সমুখেতে আনি'।

শোনাও মর্মের গান, গাঁথো কত মুঞ্জরণহার,
তোমার বীণায় বাজে কোন্‌সুর চাও চেনাবার।
ধ'রে দাও কতবার সুর যবে যায়, মা, হারায়ে,
দৃষ্টিপথে এনে দাও দৃষ্টি হ'তে যায় যা মিলায়ে।
বার বার বল ডেকে : "কর্ম, এ যে শুধু কর্ম নয়,
দেখ্‌ চেয়ে তার মাঝে আছে কোন্‌ সমন্বয় জয়।"—

ওগো মহাকর্মশক্তি কর্মজ্যোতি আদি জননীর,
সর্বক্রিয়াপটিয়সী-রূপ সে-অনাদি মহিষীর,
তব রাজ্যে বাজে ওগো বাজে চির-সাফল্যবিষাণ,
তোমার ধৈর্যের কাছে ব্যর্থতার ব্যর্থ অভিযান।

তোমার কর্মের এই মর্ম বাণী স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল :
—"মহাসিন্ধু মাঝে, ওরে, বিন্দু সে-ও হবেই সফল।"—

দুর্গা স্তোত্র*

দেবী দুর্গা, জগজনয়িত্রী, জগধাত্রী দশভুজা ভবানী,
হে জননী ভগবতী শিবানী, শিবদারা মা দীনদয়ানী।
তিমির নিদারুণ ছাইল ধরণী,
ঘোরঘটাঘন ধাঁধিল সরণী,
গ্লানিজর্জরিত মানবচিত্ত
বিত্তবিহীন ক্রন্দন নিত্য।
কুটিল জটিলতা, খল বৈরিত্ব,
ঈর্ষাকরতল অধিগত ভৃত্য।
মিথ্যাচার অকুণ্ঠ অবাধে,
ক্লেদ ক্লিন্ন বিবাদ বিষাদে।
ঝঞ্ঝাপীড়িত, হতহৃত আশা,
ধূমায়িত সবদিকে হতাশা।
নিঃসম্বল নিঃসহায় রিক্ত,
খিন্ন বিষণ্ণ বিমন্থর্নাতিক্ত।
হে শময়িত্রী, হে জগমাতা,
শক্তি বিনা তব জগত অনাথা।
প্রভাসিয়া ত। শক্তির সবিতা
উর, প্রকাশো হে শিববনিতা।

---

*লঘু-গুরু বর্ণ অনুসারে উচ্চারিত হবে।

পদপাতে সব তোলো আসি'
এঘন দুর্দিন সঙ্কট নাশি'।
দিকে দিকে তব শঙ্খ শুভঙ্কর,
বাজুক সঘনে সব শঙ্কাহর।
কবি' উদ্ভাসিত তব শুভ আলো,
মা তব অনলে ইন্ধন ঢালো।
দেবী দুর্গা, জগজনয়িত্রী, জগধাত্রী দশভুজা ভবানী,
হে জননী ভগবতী শিবানী, শিবদারা মা দীন দয়ানী

দেবী দুর্গা, দুর্গতসাথী, হে শর্বাণী, শর্বধ্যানী,
অম্বালিকা ত্রিনয়নী তারা, মা জগদম্বা, জগ-কল্যাণী।
রাহুগ্রাসে ত্রাসিত মর্ত্য,
গর্জি' উঠে কত শত আবর্ত।
নারকলীলা নরকুলবক্ষে,
দম্ভাস্ফালন পক্ষ বিপক্ষে।
বিস্মৃত মানব জনম গুরুত্বে,
চাহে শুধু অধিকার প্রভুত্বে।

হীন চরম অভিসন্ধির সিদ্ধি,
স্ফীত অতিকায় আসুর বৃত্তি।
বিচরে নীচ-প্রবৃত্তে নগ্ন,
খসিত মুখোসে ক্রূরকৃতঘ্ন,
সব মানবতা আজি বিপন্ন,
দানব কবলিত মরণাসন্ন।
হে করবালী, ভীম করালে
এসো তুলিয়া তব করবালে
বিশ্ববিকম্পিত মাভৈ মন্ত্রে,
দুর্গতিনাশা ভৈরব মন্দ্রে
জয়ডঙ্কা তব উঠুক নিনাদি,'
জিনি' সব বাধা দৈত্য অরাতি।
রিপুকুল সমূল করি' বিধ্বংস,
রক্ষা কর', মা, মানববংশ।
হে সংহর্ত্রী, কৃপাণপাণি,
নিখিল শরণ তব চরণ দুখানি।
দেবী দুর্গা, দুর্গতসাথী, হে শর্বাণী, শর্বধ্যানী,
অম্বালিকা ত্রিনয়নী তারা, মা জগদম্বা, জগ-কল্যাণী

নিরঞ্জনা মা অদিতি অপর্ণা, এসো অবতরি' জীবন পারে,
আবির্ভাবে কর চিরদূরিত সকল অসত্য অশিব আঁধারে।
তব অমিতাভা অংশুর অংশে,
দেবাভিজাত সুদিব্য বংশে
লভুক জনম নবজাতির জাতি,
বীর্যবলে তব শক্তি বিভাতি',
নব মানবতা, নবীন কান্তি,
নয়নে তব নয়নের প্রশান্তি।
সব সন্তানে তব শিক্ষাতে
দীক্ষিত কর মা তব দীক্ষাতে।
তব প্রতীক-পতাকা বহিয়া
শিখর হ'তে শিখরে উত্তরিয়া
চলুক পথে তব অবিচল চিত্ত,
সমুখে ধরিয়া লক্ষ্যে নিত্য।
বাহু করুক তব শক্তি বিঘোষণ,
কণ্ঠ করুক তব বেদোচ্চারণ।
তব আদর্শে লভিয়া সিদ্ধি,
লভুক পরমতম ঋদ্ধি-সমৃদ্ধি।

ভাস্বর করিয়া শাশ্বত সত্যে,
চির সপ্রকাশ রহ' এ মর্ত্যে।
যোগবলে সব তনুমন হৃদয়ে
রহ' দীপ্তোজ্জ্বল পরা-পরিচয়ে।
তব চরণে, তব চরণপ্রার্থী
রহুক সবে তব চিরশরণার্থী।
নিরঞ্জনা মা অদিতি অপর্ণা, এসো অবতরি' জীবন-পারে,
আবির্ভাবে কর চিরদূরিত সকল অসত্য, অশিব আঁধারে।

পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী মা, দেবী আদি-অনাদি-অনন্তা,
অম্বরমণি তব ভাল সুশোভিত, পদতল তিমিরতিরোহিত পন্থা।
রূপোদ্ভাসিত দিব্যবিভাসে,
চির সম্ভাষণ অধরে হাসে।
জ্যোতিবিভূতি বিভূষিত অঙ্গে,
নয়নে নব নব তড়িৎ তরঙ্গে।
ছন্দিত চরণে ছন্দ চিরন্তন,
চিরনিরলস গতি তামস-নাশন।

আস্যে ঝলকে পুলকিত অহনা,
হাস্যে উন্মীলিতদল ইষণা।
চাহনি করুণা-উছল উজালা,
পরশ পরম শুভ আশিস্ ঢালা।
বরাভয়া চিরবাহু প্রসারিত,
চরণ চিরাশ্রয় নিত্য অবারিত।
মহাশকতি অয়ি দুর্গা জননী,
দুর্জন দুর্দ্ধর দুর্দম দমনী।
নম নম নম পরমেশ্বর-ঘরণী,
পরমতমা হে দ্যুমণির বরণী।
নম নম মাতা নিখিল নিয়ন্ত্রী
প্রতিকূল-প্রতিদ্বন্দ্বী হন্ত্রী।
বিধায়িনী হে পরম বিধাত্রী,
সকল সফলতা সিদ্ধি প্রদাত্রী।
অপরাজেয়া দেবী বিজয়া,
জয় জয় ভয়ের ভয়, মা অভয়া।
পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী মা, দেবী আদি-অনাদি-অনন্তা,
অম্বরমণি তব ভালসুশোভিত, পদতল তিমিরতিরোহিত পন্থা।

মিষ্টিক কবিতা

পদ্মবনের স্বপনীকে

পদ্মবনের স্বপনীকে,
আকাশ-লোচন অনিমিখে
দেখে দূরে থেকে।
উড়ল মরাল মেলে ডানা—
জ্যোৎস্নাপারের শেষ সীমানা
যায় সে দূরে রেখে।
পারিজাতের পাঁজর চিরে,
নন্দন বন গন্ধে ঘিরে
ওঠে কে ওই ধীরে,—
উদাসরাতের বক্ষ ছাপি',
নিশাপতির নিশাস কাঁপি'
ভাসে আঁধার তীরে।
কমল-কায়া দুয়ার খোলে,
হাজার মাণিক ছটায় জ্বলে
গগনের ওই ফাঁকে,
নীলহিমানীর জমাট তলে,
তরলিকা পলে পলে
আপন পরশ রাখে।

আপন উজল রতন

ইন্দু কমল স্বপন চয়নী
আকাশকামনা দীপ্তিযানী,
বসুন্ধরার শির পরশিল
বাড়ায়ে আপন আলোকপাণি।
চন্দ্রকান্তা দীপালিবক্ষে
চেয়ে রয় আধনিমীল আঁখি,
উড়ে চলে দূর অম্বরপথে
অনামিকা ছোট বহ্নিপাখী।
অসীম বাহিনী শ্বেতকায়া যায়
আপন নীলিমা মর্মে ওই,
গগনের বুক চিরে চিরে ওঠে
বিদ্যুৎপাখা অগ্নিময়ী।
বিকচগন্ধী পদ্মিত তনু
ফেরে সঞ্চরি' পদ্মনভে,
ছন্দ সলিলা অলকানন্দা
সমাধিত মিশি' মহার্ণবে।
মেদিনীর স্থল-উৎপল হের
মেলিল নয়ন অনাদি তীরে,
রাখে জ্যোৎস্নার বেদিকার তলে
আপন উজল রতন ধীরে।—

অলোক-পক্ষী

পাখী, পাখী, পাখী,
স্বপনীর স্বপ্নমুগ্ধ তব দুটি আঁখি,
অসীম-অঙ্গনবাসী,
অনন্তের চির অভিলাষী,
চঞ্চুপুটে ধর কোন্ অনাদির
সৌগন্ধ্যমদির
ইন্দিবর মর্মরেণু,

অলোক অলব্ধ বেণু,
বাজে বাজে ওই বাজে তব পক্ষ-সঞ্চলন-দোলনীর তালে
ঢালে
স্বর্গের নির্ঝরধারা
ঝরা পালকের আত্মহারা
সঞ্জীবনী গানে।

অমরণ আভা আনে
তোমার উধাও ছন্দ পৃথিবীর পাণ্ডু বিম্বাধরে।
থরে থরে
ফুটাও অলক্ষ্য-আলো অসংখ্য বিভবে,
সঞ্চারিয়া পদ্মের পরাগ নীলনভে।

পাখী পাখী পাখী,
স্বপনীর স্বপ্ননিধি রাখো তব ঢাকি'।
হিমাদ্রির ধবল-অধরে,
হিমায়িত পাষাণ-কন্দরে,
অনীত-আভাষ কণ্ঠে দাপি' চল অনল-মঞ্জরী,
হে উড্ডীন বিদ্যুৎ-বল্লরী।
শীতল পরাণ-পাত্রে অগ্নিমন্ত্র ঢালি'
তুমি আনো অনন্ত-মিতালি
গিরিরন্ধ্রে,—
ওঙ্কারি' ভৈরব মন্দ্রে
ওঠে শৈলপতি
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উদ্বেলিয়া তুষার তরঙ্গময় গতি।
নিশ্চল নিষ্প্রাণকায়া,
জাগে মহামায়া
চির অনির্বাণ।
তোমার পরশে পলে পলে
দ্যুলোকে ভূলোকে ঝলে
অনাদির শাশ্বত-আহ্বান!

স্বর্গ-ধূপ

অনন্ত-স্বপন ছবি,
হে রবি, গোপন কবি
কার মুগ্ধ আঁখি স্মরি' রচিল তোমায়,
মর্মের নির্য্যাস লুটি',
সুকৌশলী হস্ত দুটি
রূপ দিল রূপাতীত কোন্ ব্যঞ্জনায়।
সুনিপুণ শিল্পী তব,
আনি' দীপ্তি অভিনব,
কালের কপালে দিল রাজচক্রটিকা।
শূন্যের উদাস হিয়া,
তোমারে জনম দিয়া
লভিল আপন বক্ষে চিরন্তন শিখা।
ময়ূখ-কেশর কাঁপি'
অগ্নিবাণ পড়ে ঝাঁপি'
সপ্তরঙে ঝঙ্কারিয়া জ্বলে স্বর্গ-ধূপ,
নতনেত্রে দেখ নিজে :
মৃন্ময় গোলক নিচে—
স্বর্ণস্নাতা মহীয়সী ধরিত্রীর রূপ।

বর্ণ আকর্ষণ ভ'রে
দীপ্র তেজ ক্ষরি' ঘোরে
অয়নের ঘূর্ণ্যপথে আদি অন্তহীন।
সুবর্ণমদির মায়া,
গাঁথে বৃন্তে আলোছায়া
সোনালী রূপালী সুরে চির রাত্রিদিন

রাজহংসতরী

রাজহংসতরীখানি
দুটিপক্ষে দাঁড় টানি'
চলে দূর······দূর অভিমুখে—
যেথায় মিলায়ে যায় দিগন্তের শেষরেখা শূন্যতার সীমাশূন্যবুকে।

কোথা পথ, কোথা পার,
মহা এক উন্মুক্তবিস্তার—
নিস্তরঙ্গ নীল,
অনাবৃত অনাবিল,
দিকচক্রবাল হরি'
আপনা মেলিয়া স্থির অবিচল আপনি আবহকাল ধরি'।
তার তলে তলে,
চলে
রাজহংসতরীখানি,
দুটি পক্ষে দাঁড় টানি'।

জমাটজ্যোৎস্নায় বসি'
স্বপনবিভোলা শশী
চলে সাথে,
কৌমুদীমদিরমুগ্ধ সম্বিৎহারা রাতে।

আভা ঘনায়িছে কার ?
নিশীথের স্তব্ধপ্রাণ বিনিস্পন্দ পদপ্রান্তে তার।
অনবগুণ্ঠিত করি' তারে
আনে শেষ খেয়াখানি রজনীর বিদায়ের পারে

অন্তরাল,
ভাঙি' আবরণজাল
আসে সন্নিকটে,
ওঠে ভেসে সান্দ্রীভূত মুহূর্তের তটে
সুগোপন
অব্যক্ত ইঙ্গিত কোন্ ?

রহে ধরি' হালটিরে,—
চলে ধীরে ধীরে
রাজহংসতরীখানি,
দুটিপক্ষে দাঁড় টানি'।

প্রথম স্পন্দন

প্রথম আলোক-স্পন্দ, স্বপন প্রয়াণ :
রাত্রির কামনাতৃপ্ত সূর্য-অনুভূতি,
প্রথম অতিথিবক্ষে অনন্ত-প্রসূতি,
কমলইন্দ্রিয় গন্ধে জাগ্রত আহ্বান।

অন্তরীক্ষ-আবাহন অগ্নি-চক্র-তীরে,
উঠিল অলক্ষ্যে ঢাকি' দিগম্বর ছায়া ;
মৃন্ময়ী-নয়নে কাঁপে স্বর্ণ-মৃগ-মায়া,
ঊর্ণনাভ জাল রচে আপনারে ঘিরে।

ঘূর্ণাবিষ্ট চারণের বিলুণ্ঠিত গতি,
সমছন্দ লয়ে গাঁথে আন্তর-বন্দনা,
সূর্যমুখী-মরমের গোপন এষণা
কনক-পল্লবপুটে খচিত-প্রণতি।

তমসার মসীপুঞ্জ ফাটিল চকিতে,
খুলিল নিমীলনেত্র বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে।

কাঞ্চনমন্দির

সুবর্ণকমলবেণু, গোলোকের মর্মনিকেতনে,
বাজে বাজে ওই বাজে আত্মহারা আলোক-প্রণবে,
স্পন্দনে স্পন্দনে ওঠে আবাহন বিচিত্র-আরবে,—
বিধাতার নাটমঞ্চ উচ্ছলিত আদিত্যবরণে।

কনক অঞ্জলি হস্তে সুখতপ্ত মধ্যাহ্ন লগন,
বিকশিত হেমতনু, আলোছায়া-পল্লবিত আঁখি।
নিশীথের সুপ্তিঘেরা ছায়াময় ছায়াপথ ঢাকি'
রয় বহুদূরে চেয়ে বিনিদ্রিত রাত্রি-সম্মোহন।

স্বর্ণদণ্ড লীলায়িত সমুজ্জ্বল সম্রাট-প্রহরী,
আপন অলক্ষ্যে ঢালে বিম্বাধরে কাঞ্চনমদির ;
মৃৎপাত্রে ঝরি' পড়ে উষা-সন্ধ্যা-অনলরুধির,
উদগ্রকামনা নেশা লেলিহান অগ্নিকুণ্ড ক্ষরি'।

অবল্গিত উচ্চৈঃশ্রবা ধাবমান তড়িৎ-চরণ,
অবনীর অধোমুখ ঊর্ধ্বায়িত, বিমুগ্ধ নয়ন।

গিরিবর্ত্মে ওঠে যাত্রী

শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে দূরে নীহার স্তম্ভন,
অম্বরের বক্ষমুক্ত মেঘ-নিস্যন্দিনী,
নিখাত-তিমির ওঠে অনবলম্বন,
মৃত্যুপথ উত্তরিছে ছায়া-অনীকিনী।

সম্মুখে হরিয়া কাল অসীম-বাহন
ধবল হিমিকামৌলী পরশিছে ধীরে ;
রাত্রির পূর্ণিমা-আশা পূর্ণ-পরায়ণ
স্বপনীর স্বপ্নায়ত ইন্দ্রজাল ঘিরে।

পশ্চাতে দুর্গমশৈল তোলে উচ্চশির,
নির্ঝর ইঙ্গিতে কাঁপে পাষাণ-ধমনী,
বহিছে স্ফটিকধারা ছাড়ি' শুভ্রনীড়,
আলোকের বর্ণে ঝলে আঁধার-ধরণী।

উড়িল চূড়ায় ধ্বজা শিখর চুমিয়া,
গিরিবর্ত্মে ওঠে যাত্রী মর্ম-কুসুমিয়া।

ছত্রপতি

বিভূতিপ্রোজ্জ্বলকান্তি ত্রিদিব-সঙ্গমে,
অগ্নিনেত্রে বহি' ঝরে হিরণ্ময়-স্রোত ;
ঊর্ধ্বগ চকোর চাহে অনল-জঙ্গমে,
আকাশ-গঙ্গার তীরে প্রক্ষিপ্ত-প্রদ্যোত।

বিদ্যুৎখচিত ধ্বজা ত্রিনয়নে দেখে :—
রাত্রির অনন্ত-বাহু শূন্য-আলিঙ্গনে,
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চশর কাঁপে একে একে—
কালপুরুষের ছায়া স্পন্দে সমিন্ধনে।

নিঃসঙ্গ উদার চূড়ে স্বপ্নসমাবেশ,
ত্রিশূল-অঙ্কিত-মর্মে নিষুপ্ত পরিধি ;
কামনার পানপাত্র বিধৌত নিঃশেষ,—
চিরন্তন পরিবেশে জাগে স্বর্গ-নিধি।

আপন মণ্ডল রচি' বসে ছত্রপতি,
ইন্দ্রজালে ত্রিলোকের গাঁথিল প্রণতি।

পান্থের আবাস

নিশীথ অঞ্জন মুছি' সুনীল নয়নে
আকাশ-দেহলী পানে চাহে সমীক্ষিত,
অহনা অঞ্জলি দেয় পূরব অয়নে,
চরণে জড়িত সূর্য-নূপুর শিঞ্জিত।

গগনের তপোবনে বীজ অঙ্কুরিত,
সোনালী কুহক স্পর্শে ঝরিছে ময়ুখ,
অজানা দ্যোতনরেশে পৃথ্বী প্রদ্যোতিত
মৃত্তিকার মর্মতৃষা উন্মীলনোন্মুখ।

ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটি' ওড়ে মুগ্ধ মধুকর,
কোরকউন্মেষ গন্ধে মাতিল বাতাস।
কুজ্ঝটিবিমুক্ত সিত স্ফটিক ভূধর,
অনস্তউদয়গামীপান্থের আবাস।

ওঠে কল্পতরু ধীরে মঞ্জরিয়া শাখা,
আলো-প্রজাপতি চলে সূর্য-রেণু মাখা।

বাতায়ন পথে ঝলে—

স্বপনের কেন্দ্র হ'তে ওই ওঠে ধীরে
জটাজালে সুপ্তোত্থিত পয়োজ-প্রতিমা,
আপন অবর্ণ্যরাগে রাঙে পৃথিবীরে,
টেনে লয় বক্ষমাঝে অন্তহীন সীমা।

আকাশের দ্বার খোলা, অনন্ত-মহিষী
শ্যামলীর শ্যাম অঙ্গ করতলে রাখে।
অন্ধকার অন্তস্তলে সুগোপনে মিশি'
বল্মীক আপন স্তূপে আপনারে ঢাকে।

উত্তুঙ্গ ধূমলশিরে মেঘ-আবরণা,
ইন্দ্রিয়ের নগ্নবাহু ওই পড়ে ঢ'লে ;
কামনার রুদ্রবীণে স্তব্ধ-আরাধনা—
নিশীথের রিক্তমন্ত্রে বীজ ওঠে জ্ব'লে।

কৌস্তুভ-সুবাস ভাসে, জাগে শুক্লাতিথি-
বাতায়নপথে ঝলে নীহারিকা-বীথি।

ধবল-সিন্ধু

সীমান্তের সৌধচূড়া ওই উদ্ভাসিল
গগন ভেদিয়া দূর গহনের পারে ;
ত্রিযামার জাল নাশি' আসি' সন্তাসিল
পূর্ণিমার অধিপতি রজত সম্ভারে।

অনন্তের দূত আসে অন্তরাল হ'তে,
দুর্গের তোরণ খোলে স্বর্গপ্রতিহারী,
ছায়া-আবরণ তুলি' আপন আলোতে
আকাশ মন্থিয়া চলে স্বপনবিহারী।

জমিছে ধবলসিন্ধু অমাকালোশিরে,—
উথলি' কৌমুদীসুধা তিমির মাতাল।
রজনীর কেন্দ্র হ'তে সুবাসিত নীরে
উৎসারিত প্রবাহিণী.—প্লাবিত পাতাল

দিগঙ্গন আমোদিত অনঙ্গ সঙ্গীতে,
গুঞ্জরে অন্তর-অলি আন্তর ভঙ্গীতে।

অনন্ত-সঙ্গিনী

পূর্ণদিব্যরূপভাতি, মূর্তায়িতশশী,
নয়নের বিন্দুমাঝে যে-ইঙ্গিত গাঁথা—
চিরন্তনবক্ষে যাহা লিখিল বিধাতা—
আপন চরণপ্রান্তে আঁকে তারে বসি'।

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে যে-আরোহদিশা
বিসর্পিত রহে স্তব্ধ কাল-কায়া ছাপি,'
ছায়াসনে স্থিরকল্প স্বপ্নআশে যাপি'
যেই পথ চেয়ে জাগে চিত্রার্পিত নিশা।

উত্তরি' সে-নভবর্ত্মে আগত অতিথি
অরুণকন্দুক হস্তে মায়ালোক তীরে;
আপন আলোকচ্ছটা কমলিয়া ধীরে
অনন্ত-সঙ্গিনী রচে গরীয়সী ক্ষিতি।

সূর্যের বন্দনা ওঠে যে-আলো ঝঙ্কারে,
তোমার যুগলনেত্রে সে-দীপ্তি সঞ্চারে।

দ্যুতি-অপ্রসূত

চম্পকবেদিকাশিরে শিখরপ্রবর,
পরশে পাষাণপ্রাণ গতির অধর ;
তুম্পার প্রাঙ্গণে ছায় উৎস-পরিমল,
শতধারা শতধারে নামে অবিরল।

আকাশে আলোকবীথি খুলিল মরম—
অসংখ্য সংকেতভরা উন্মেষ পরম।
সঞ্চারে অজাত অর্চি ব্যোমধমনীতে,
বাজে অভিব্যঞ্জনার ঝঙ্কার সম্বিতে।

অনিরুদ্ধপথে মেলি' বুভুক্ষু হৃদয়
মৃত্তিকা মর্ত্যের ব্যূহে খোঁজে অধিশ্রয়।
পূর্ণের সঙ্গমমূলে হেরে কালমণি :
উঠিল তুলিয়া ফণা করজাল-ফণী।

বাসনার বীজমন্ত্রে মুক্তি-অবধূত,
সোনার জঠরে কাঁপে দ্যুতি-অপ্রসূত।

সূর্যকলি

অভীপ্সিতদ্বারে আসি' মিলায় গোধূলি
দয়িতের করে রাখি' রিক্তকরতল,
দূরে মগ্ন মৌন-বাসী হেরে আঁখি তুলি' ঃ
অম্বর-সম্বিতে ফোটে রাত্রি-শতদল।

শ্বেতাভ-মায়ায় ভুলি' ডুবিল অবনী,
পূর্ণিমা-বাসর বঁধু আসে শুক্ল রথে ;
ঊর্ধ্বে নিম্নে সেতু বাঁধে রজত-বয়নী,
অসীমের স্পর্শ ঝরে পৃথিবীসৈকতে।

বাজিল মন্দিরে শঙ্খ, ত্রিলোক বন্দনা,
যাত্রীদল করে ভিড় স্বপ্নসুধা আশে।
সূর্যকলি ফুটাইতে অখিল-রঞ্জনা
নামে ওই প্রক্ষালিয়া নিশান্ত আকাশে।

আলোলিপ্তমর্ম দোলে হেমলায়তনে,
পথিকের পথরেখা ফুরায় তপনে।

বিজয়িনী শিখা

হে বজ্রসম্রাট !   ভাঙো, ভাঙো এই দুর্গম আঁধারে,
লক্ষফণা বিদ্যুতিয়া ঢালো তব অক্ষর অনল,
অসিত-সাম্রাজ্য জিনি' চলো ভেদি' প্রহেলিকা পারে—
বন্দী করি নৈশসঞ্চরণশীল কৃষ্ণসৈনাদল।

ছায়াঢাকা দুরাশার অনর্থীন নগ্ন আহরণ,
কুহকের কল্পলোকে তোলে শির সহস্রঅর্বুদে।
পড়ে ধ্বসি' গিরীন্দ্রের সর্বগ্রাসী মৃত্যুআবরণ,
কোন্ অরিন্দমী ওই উদ্বেলিত অমার অম্বুদে ?

গগনের শিরায় শিরায় ফাটে ডম্বরু-উচ্ছ্বাস,
তিমির-মারণ-তূর্যে বাজে বহ্নি-অসি-খরশাণ,
মসীচক্রে ঝলি' ওঠে অমরণ-অগ্নি-অরুভাস,
রতন-মঞ্জুষা খোলে অম্বরের মণিময়প্রাণ।

তামসনিকষীস্বর্ণ শশাঙ্কের মায়া ময়ূখিল,
বিপ্ল-বিজয়িনী শিখা মরণের অস্ত অরুণিল।

সোণার বাসরসাথী

যায় দূর পার হ'তে অন্যপারে ল'য়ে রশ্মিরেখা অপ্রমেয়া,
রাগিণীর প্রথম কম্পনে কাঁপে সঙ্গোপনে সপ্তস্বরকায়া।
সহস্রমণ্ডল ধীরে সৃষ্টিবেগে চলে সাথে রচি' চক্রমায়া,
আকাশের মণিপথে স্বর্ণরেণু দেয় ভরি' স্বপনের খেয়া।

নিশীথের অবলুপ্তি অন্ধকারে কৃষ্ণকায় পথিক কঙ্কাল
ঘুরে মরে উদ্দাম চঞ্চল তৃষ্ণা-ঘনায়িত-অতৃপ্তির তীরে।
দৃষ্টিহারা দিগন্তের নগ্নপরিবেশে ওই নিকষতিমিরে,
নৈশনীরে স্নান করি' ভাসে দেববহ্নিসম অম্বর-মরাল।

মরুপিপাসার তীর্থ-শিখরে জাগিছে শতনেত্র গগনের
কেন্দ্রহারা পান্থপ্রাণ স্বর্গের নিশ্বাসে কাঁপি' মুদিল নয়ন
অপূর্ব আবেশে ; ধায় ছায়া-নিশাচর নীড় ভুলিয়া আপন
আলোকরাজেন্দ্র পানে।

কালরাত্রি অবসানে ওঠে ওপারের
আদিত্য-কেতনশির।
সোণার বাসরসাথী, দয়িত আত্মার,
মসীদুর্গ ভাঙি' আসে অনন্ত-আঁধারসুতা পার্শ্বে ল'য়ে তার।

রাজকঙ্কাল

ওই যে কালের অন্তিমভালে প্রতিবিম্বিত রাকা,
ওই যে বিশাল রাজকঙ্কাল নিশার কেশরে ঢাকা,
ওই যে নিখিলনাগের কামনা,
ভাসায় জীবন ভাসায়ে আপনা,
ওই যে আঁধার-অন্তরতলে মর্মের বাঁশি ডাকা,
ওই যে শিখার দীপ্তশিখরে শিখীর পুচ্ছ আকা।

ওই যে প্রথম আলোর নয়নে রক্তজবার ভাষা,
ওই যে প্রখর দিনেব প্রভাবে রিক্তমরুর আশা,
ওই যে অনল দহনের সাথে,
মৃত্যুর অনাবৃত দেহ হাতে,
বাজে অচলের চলার ডমরু বজ্রসর্বনাশা,
জাগে ইঙ্গিতে জাগে সঙ্গীতে চন্দ্রমুখ-পিপাসা।

বক্রপথের চক্রগতির জটিল প্রবাহভারে,
অ-বোধ-লোকের পরিচয়হীন নিষুপ্ত ওই পারে
চলে এক ছায়া কায়াসন্ধানী,
মায়ার তন্ত্রে বাঁধে হিয়াখানি,
পলকের ঢেউ অপলকরস তোলে সুরশৃঙ্গারে,
তন্দ্রামদির কাঞ্চনহাওয়া তরঙ্গ বিস্তারে।

ওই যে কঠোর কঠিনবুকের আধখোলা অঞ্চল,
ওই যে তপ্ত আলোরনিশাস-সঞ্চলনোজ্জ্বল,
. ওই যে করাল করতললীন,
জন্ম মরণ চিরআদিহীন,—
চির আবরণে চির অন্তের শেষ সুর চঞ্চল, —
অর্ধরাতের রূপশশী খোলে রাত্রির-অর্গল।

শেষ-পরশের রূপতারা

স্বপ্নশিয়রে অনিমেষ শেষ-পরশের রূপতারা,
জীবনছন্দে ব'য়ে যায় ওর হৃদয়শিখার ধারা।
ওযে আলোজাত, আলোজাত,
ওযে সুরভি অনাঘ্রাত,
ওর নিটোলহিয়ার কর সনে করে বরণ হেমস্নাত।
ওর বক্ষধারার কনকরসের রহস ফুরায় না ত।

ভেঙে ভেঙে যায়,—চমকিত হায় লাখ লাখ দূরদিশা,
সন্ধ্যাবিহীন মায়ার কুহকে তন্দ্রাবিহীন তৃষা,—
সে ত ছায়াজাল, ছায়াজাল,—
সে ত ধূমল অন্তরাল—
কাঁপে কুহেলিজটার মরণোন্মুখ কায়া নিষ্কঙ্কাল···
যবে শিখর সমীরে চলে দুলে ওর রজতশুভ্রপাল।

দিবালোকে ওর সুর ভেসে যায় প্রথমপ্রহরতীরে,
প্রথম চরণ বিক্ষেপ ওর কাল-হীন কালোশিরে।
ওযে পলে পলে অনুপলে,
সব তল-অতলের-তলে
ওর সোণালি বুকের রং ঢেলে যায়, অস্তিমপ্রাণে জ্বলে,
ওর আকাশবৃন্তে নীহারপ্রান্তে অন্তের শশী ঝলে।

বন্ধনহীন সুপ্তির পারে লুপ্তির গতি সাধা,
চঞ্চলতার অঞ্চলতলে জীবনমরণ বাঁধা,—
ওযে জিনে লয়, জিনে লয়,
ওযে ভাষাহীন কথা কয়,
ওর অধরের ফাঁকে উদয়াস্তের রক্তিম বরাভয়,
ওর মৌনমুখর দুটি সঙ্গীতে জয় আর পরাজয়।

সম্রাটসাথী

ওগো অসীমের সুরবাসিনি। তোমার
রাগিণী পল্লবিনী,
ওযে অমরাপুরীর কনকলীলার
স্বপনউৎসারিণী।

আলোক বনস্পতির শীর্ষে দুলিছে হেমআরোহিকা,
শিখর তরঙ্গিত সঙ্গীতে ওঠে শশাঙ্ক-গীতিকা,
অনিরোধপথে সম্বিতশাখী,
পবনগতির হিল্লোল মাখি'
মুঞ্জরে ময়ূখিনী,
মৃন্ময়দ্বারে হিরণ্যশিখা,—
চিন্ময়দীপ জ্বালি' নীহারিকা
গগনে বিলুণ্ঠিনী।

ওগো আকাশমণির মর্ম্মকেতন,
শ্বেতশিলা মৌলীর,
শোন সপ্তস্থরের স্বরনিবেদন,
বন্দনা তুষারীর।

খোলে হীরকের মঞ্জুষা রতনেশ্বর-গীত-সবিতা,
অনন্ত ভাতি ললাটলিপ্ত অনশ্বর জনয়িতা।
সরণীর পারে সম্রাটসাথী,—
হেরি' বাসনার স্বর্ণসমাধি
অবনী তুলিছে শির,
পূর্ণগাথার বিদ্যুৎচিত
উৎপলস্থরে গাঁথে নবনীত
রশ্মির মঞ্জীর।

নম নম নম, হে পরমতম

নম, নম, নম স্বরূপসর্বমঙ্গল অভিরাম,
নম, নম, নম অনন্তদেব, অবিচল অবিরাম।
নম জগহিত-যজ্ঞ-অগ্নিমন্ত্রের ঋত্বিক,
স্বীয় কিরণের ভাস্বরতায় ভাস্বর নবদিক।
অবর্ণনীয় বর্ণাদিত্য, কান্তি অপ্রতিম,
গ্রহমণ্ডল জ্যোতির্লোকের প্রেরণা অপরিসীম।
নম বিশ্বের, হে বিশ্বরূপ, নম বিশ্বেশ্বর,
ত্রিলোক ত্রিদিব-ধেয়ানের ধ্যান, যোগের যোগেশ্বর।
হে উষাসারথি, ত্বিষাম্পতির সম্বিতভৃঙ্গার,
নম অনঙ্গ মধ্যবহ্নি-সুবর্ণ শৃঙ্গার।
নম সূর্যের আলোককাহিনী, আলোবাহী অমরার,
নম হে দিব্যদীপ্তিস্নাত মূর্তি হেমশোভার।
ইন্দ্রিয়াতীত, হে ইন্দ্রিয়ের সমাহিত বিভাবসু,
নম সৃজনের স্বপ্নজঠর কাঞ্চন-কালপ্রসূ।
ঊর্ধ্ব অয়ন স্বপন স্বয়ং, ব্রহ্মজগৎজনু,
নম শিখরের পরম শিখর, পরম তনুর তনু।
নম চিদ্‌ঘন, হে চিদম্বর চিন্ময় প্রতিভাস,
নম দেব দেব, দেব অধিদেব, পূর্ণের পরকাশ।
নম ব্রহ্মের তেজ-উত্থিত অনল পরমতপ,
নম, নম, নম হে পরমতম, চরণকমলে তব।

গান

(১)

আমার জগত আজি তব শ্রীচরণ,
আমার জীবন তব রূপ আরাধন।
আমার শরণ তব ইচ্ছা পূরণ
আমার মরণ তব মাঝে নিলয়ন।

আমার ভক্তি তব কৃপার কিরণ,
আমার শক্তি তব দিশার দীপন।
আমার মুক্তি সে যে তব দরশন,
আমারে আশীষ সে যে আমারে গ্রহণ।

আমার বিশ্ব খেলা তোমার লীলার,
আমার নিখিল তব নিত্য দোলার।
আমার নিসঙ্গতা পরশ তোমার,
তোমার আভাব সে যে অবাধ দুয়ার।

আমার রূপের রূপ তোমারি প্রকাশ,
আমার ভাবের ভাব তব অভিলাষ।
আমার গানের গান তব পরিচয়,
আমার প্রণাম সে যে 'আমি'র বিলয়।

শ্রীঅরবিন্দ

(২)

তোমার আবির্ভাবের আলোকে জাগিল যুগের সুপ্তপ্রাণ,
হে মহাজীবন, হে মহাতপন, হে মহাসারথি, হে মহীয়ান্।
তোমার মহান্ কীর্তির মাঝে,
জগতজীবন গৌরবে বাজে,
তব মন্ত্রের দীপ্তি করিল জীবন তাহার জ্যোতিষ্মান্।
হে মহাজীবন, হে মহাতপন, হে মহাসারথি, হে মহীয়ান্।

তুমি অগ্রণী, গুরু, পুরোহিত ভারত-মুক্তি-ব্রত সাধনে,
তুমি দিলে প্রাণ, দিলে সন্ধান আনি' জাগরণ মরণ পণে।
তুমি দিলে আশা, দিলে নব ভাষা,
জাগালে মুক্তজীবন পিপাসা,
তোমার মহিম পতাকার তলে উঠুক ভারত ঐক্যগান।
হে মহাজীবন, হে মহাতপন, হে মহাসারথি, হে মহীয়ান্।

দেশের মুক্তি কামনার সাথে মানবমুক্তি তব স্বপন,
তারি তরে তব বিরাট সাধনা, বিরাট সৃজনে তপোমগন।
যে-দীপ হস্তে এলে নাশি' রাত,
বিশ্বের শিরে রাখি' তব হাত,
উদ্ভাসে আজি সে-দীপ আলোকে তব আদর্শ বাণী মহান্।
হে মহাজীবন, হে মহাতপন, হে মহাসারথি, হে মহীয়ান্।

(৩)*

স্বপনী, খোলো স্বপন প্রাণে,
দরশন দানে।
তব তপনে অনুরঞ্জিত ধরণী,
মহালগন ঘিরি' বাঁধে তরণী,
নব উদ্বোধন,
নব এ তনুমন,
তব রস সিঞ্চন
মঞ্জুল গানে
এলে স্বপনী, তব আগমনী উদ্ভাসে ওই নিখিলপরাণে।

ভরে নিরন্তর অন্তর, সুন্দর, তব সুর মগ্নবিভোলা,
বহি আনন্দে ছন্দে গন্ধে নিশান্ত-পল্লবদোলা।
হে যুগসারথি জীবনমুক্ত,
হে অধিনায়ক স্বপ্নবিমুগ্ধ,
সব সুখ পরিহরি'
ভবশৃঙ্খল বরি'
ভুবন হৃদয় ভরি'
আশা দানে
এলে স্বপনী, তব আগমনী উদ্ভাসে ওই নিখিলপরাণে।

* লঘুগুরু বর্ণ অনুসারে উচ্চারিত হবে।

সম্বিত নিভৃতে বাজে অমৃতে বাঁশরি তব, প্রিয়, জানি,
আনে অভিনব রাগে সে তব পুষ্পিত কোমল বাণী।
প্রেমাধীন, নিরঞ্জন শান্ত,
তব চরণে লুণ্ঠিত চিতপান্থ,
তব করুণার্ত,
হে পরমার্থ,
কর নিঃস্বার্থ
তব অভিযানে,
এলে স্বপনী, তব আগমনী উদ্ভাসে ওই নিখিলপরাণে।

রূপধিয়ানে মর্মে আনে নন্দন বন্দন বাসে,
তব তপমণি ঝলি' রজনী উজ্জ্বলি' তামসকুজ্ঝটি নাশে।
হে ভববান্ধব, বন্ধনত্রাতা,
জয় জয় হে নবজীবনদাতা!
দুর্গম এ পথ,—
কর শরণাগত
খণ্ডন করি' যত
বন্ধন টানে।
এলে স্বপনী, তব আগমনী উদ্ভাসে ওই নিখিলপরাণে।

(৪)

নিখিল বরণ করিয়া এবার নিখিলশরণ দাঁড়ালে,
তুলে নিতে ভার সকল বোঝার আপনি দুহাত বাড়ালে।
স্বপন-নিভৃতি চাহিলে না আর,
দিলে ধরা তুমি না মানি' আঁধার,
আনিলে তোমার আলোপারাবার, আলোককামনা ভাসালে,
সকল বাধার ভাঙিয়া দুয়ার লক্ষ্যের সীমা ছাড়ালে।

রহিলে না আর আড়ালে, প্রকাশি' সবার সমুখে আসিলে,
তনুর আধারে তনুর অতীত এ কী রূপ উদ্ভাসিলে!
ধরিয়া অসীমে কায়ার সীমায়
এলে অপরূপ রূপমহিমায়,
জনম মরণ আবরি' চরণে ভূলোকে দ্যুলোক নামালে,—
মাটিরে করিয়া আকাশের সাথী মিলনশঙ্খ বাজালে।

(৫)

আমি স্বপনের মালা গাঁথি,
ওরে অসীম আমার সাথী।

আমি চলি তারি গান গেয়ে গেয়ে,
সে যে চলে মোর তরীখানি বেয়ে।
আমি আকাশ-কামনা গাঁথি—
ওরে অসীম আমার সাথী।

আমি তপনের সুর সাধি,
বাঁধি অধরারে সুরে বাঁধি,
তার কিরণছন্দগুলি
তুলি সঙ্গীতদোলে তুলি।

সে যে চলে কূলে কূলে দুলে দুলে,
আমি চলি অকূলের পাল তুলে।
আমি আলোকমন্ত্র গাঁথি,
মম অরুণ সারথি সাথী।

(৬)

আপ্‌নাকে তুই ছাড়িয়ে যা রে,
সেই শিখরে চল পারায়ে
সকল সীমার সীমানারে।

চরণ যেথা টলে না আর,
পশে না রে যেথায় আঁধার,
ব্যাকুলতা রয় না খোঁজার,
ওঠা পড়া নাই যেথা রে।

শিয়রে তোর জাগ্‌বে তপন,
থাক্‌বে নিচে মাটির জীবন,
উঠ্‌বে ফুটে তোরি স্বপন
মুক্তভূমের সেই সে পারে।

সেথায় আকাশ তোরি সাথী,
চন্দ্র তারা জ্বল্‌বে বাতি,
আন্‌বে আলো অমর ভাতি
তোর অপূর্ণ পূর্ণতারে।

(৭)

জীবন আমার যায় ভেসে আজ অমৃতের ওই পাথারে,
চেতন আমার উঠল ফুটে অচেতনের আঁধারে।
আমার বুকে আলোর আকাশ,
রাজার রূপের হাজার আভাস,
রূপের রেখায় রেখায় আমার ফোটায় সে যে আপনারে

তারি ভালোবাসায় আমার ভালোবাসা রং ধরে,
তারি রূপের রূপটি ফোটে আমার রূপের অন্তরে।
আজ আমার এই আলোর কায়া
ঢাকল দূরের সকল ছায়া,
কালের পারের কালোরাতি ডুবল আমার আধারে।

আরো দূরে ডাকে আমায় রূপহারানো সেই কূলে,
আসে যায় সে-পারের নেয়ে সেই সুরেরি সুর তুলে।
তার সে সুরের বিরাম যেথা
এ পথ আমার ফুরায় সেথা,—
ফুরায় তারি বুকে আমার সুরু সারার ধারা রে।

(৮)

জ্বলে শিখা আপনার শিখরপারের,
পান্থ হে, দেখো আলো সেই কিনারের।
অন্তর উদ্ভাসে পথ সুগোপন,
নয়নের কূলে এল দুলে কী স্বপন,
আপন নিভৃতে শশী তারকা তপন
ঝলে গগনের,
দেখো চেয়ে দেখো আলো সেই গহনের।

নিশীথশিয়রে জাগে যে-নীরব প্রাণ,
আলোরে খুলিয়া ধরে যে-জ্যোতিষ্মান্,
যে বাজায় প্রথম-প্রভাত-আহ্বান
উন্মীলনের,
দেখো চেয়ে দেখো আলো তারি কিরণের।

রূপাতীতবেশে যেথা রূপ ওঠে ভেসে,
আপন অসীম সাথী মেলে যেথা এসে,
শিখর শোভিয়া ওড়ে কেতন আবেশে
সরণী শেষের,
দেখো আলো তব সেই অলখ দেশের।

(৯)

আমারে সেই রূপ উদাসে,
করে   আনাগোনা পরমজনা আপনজনের অভিলাষে।

আমার   নিখিল হাসে, নয়ন ভাসে,
ওরে   ভাসি আমি চিদাকাশে,
সেই   রূপের ছটায় রূপের ঘটায় আমার প্রাণের রূপ বিকাশে।

আমার   মন থেমে যায়, সুর ব'য়ে যায়
ওই   অসীমপারের সেই কিনারায়,
যেথা   নাইরে ছায়া, নাইরে মায়া, 'আমি'র কায়ার রূপ বিনাশে।

সেই   অখিল পানে আমায় টানে
ওই   অপার, অবার, উদার গানে,
যার   নিত্যলীলায় ধরার ধুলায় ফোটে কুসুম রাশে রাশে।

সেই   অরূপরসের রূপসাগরে
আমার   স্বরূপরসের রূপ যে ধরে,
সেথা   যায় না দেখা তনুরেখা অনন্তেরি রূপ বিভাসে।

আমি জানিনা রে আপনারে,
শুধু সেই রূপেরি রূপজোয়ারে
ভাসে চেতনভেলা, রূপের বেলা কাটে আমার সে্রূপবাসে।

ওরে হৃদয় আমার গেছে খুলে,
ওঠে আমার মাঝে আকাশ দুলে,
সেথা লুটায় আমার সকল আধার আপনহারা রূপ উছাসে।

(১০)

অচিন আগল খুল্‌বি যদি খোল্ এ নিবিড় নীরব নিশায়,
ধ্রুবতারার একতারা যে শোন্ না বাজে গহন হিয়ায়।
দেখ্ ভেঙে তোর পাষাণকারা,
তারি মাঝে উৎসধারা,
গোপন রসে মগন সে যে বইছে সুখে সেই নিরালায়,
আছে জানা কোন্ ঠিকানা—চলে ব'য়ে সেই নিশানায়।

করবি হিসেব বারে বারেঃ কী পেলি আর কী গেছে রে,—
কী দিলি তাই দেখ্ না আগে, রইল কী তার হিসেব ছেড়ে।
দিস্ যদি সব দেখবি তখন
তোর ঘরে কে বাড়ায় চরণ,
কে তোর সবি করে জমা পরমলাভের মণিকোঠায়,
মেঘ্‌লা মনের ঝরিয়ে বাদল বিকিয়ে যাবার গোলাপ ফোটায়।

নেবার বেলায় যাস্ এগিয়ে, পিছিয়ে আসিস্ দেবার বেলায়,
অতল নিধি তুল্‌বি কি তুই ডুব্ না দিয়ে হেলাফেলায়।
চল্‌বি কোথায় এড়িয়ে বল্,
শুধু কথায় হয় কি রে ফল্,
বুঝ্‌বি না কি খুঁজ্‌বি না রে কোন্ বাঁধনের শিকল এ পায়,
চল্‌বি যদি ওঠ্ না মেতে শিকলভাঙার মন্ত্রনেশায়।

দিস্ নে ধরা দোলায় যারা, মানিস্ নে হার তাদের কাছে,
যা না চ'লে পারাবারের আপনহারা স্রোতের মাঝে—
ভাবিস্ কি তুই যাচাই ক'রে
বুঝে নিবি সবি, ওরে !
-মজ্‌বি যেদিন আপনি সেদিন বুঝ্‌বি কেমন যেজন মজায়,
সেই রসেতে রসিক হলে চিন্‌বি সে-স্থরসিক জনায়।—

(১১)

এ কী রূপে আজ দেখা দিলে ওগো আমার পরম আপন,
জানি নাই কভু কারেও জীবনে আপনার জন এমন !
জানি নাই মোর আপনার মাঝে
অতল নিভৃতে কোন্ সুর বাজে,
তুমি দিলে খুলে যবে এলে কাছে
আমার অজানা ভুবন !
জানি নাই কভু, হে আমার প্রভু, কেহ হয় এত আপন !

মোর সুর আজ সেই কূলে বয় যেথা তব রূপ রাঙালো,
নয়নে আমার সেই রূপ রয় যে-রূপ আমারে জাগালো।
প্রেমপারাবার, তুমি দেখা দিলে,—
এ কী আপনের রূপ উজলিলে !
কী পরশসুধা বরষি' ডাকিলে
ভাঙিয়া আমার স্বপন !
জানি নাই কভু, হে প্রিয়, হে প্রভু, কেহ হয় এত আপন !

সে রস রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ভাসে তরঙ্গ তুলিয়া,
সেরূপ-লগনে আমার গহনে আসে অনন্ত ছুলিয়া।
ভেঙে গ'লে যাই সে-রস পাথারে,
আপনা হারাই সে-আপন পারে,
সে-রূপে আমার রূপহারা তারে
বাজে শুধু তারি রণন!
জানি নাই কভু, হে আমার প্রভু, কেহ হয় এত আপন!

আপ্লুত আজ সকলি আমার, সজল কৃতজ্ঞতায়,
চায় যে কেবল ওই সুকোমল চরণকমলে লুটায়!
তুমি আনো সুর, তুমি আনো ভাষা,
তুমি গাও প্রাণে, তুমি রও আশা,
এ কী আনন্দ, এ কী ভালোবাসা
এ কী এ সুখশিহরণ!
জানি নাই কভু, হে প্রিয়, হে প্রভু, কেহ হয় এত আপন

(১২)

অগ্নিময়ী, অগ্নি জ্বালো কায়ায় তুলি' সাড়া,
রক্তে মম বহাও তব বহ্নিরসধারা।

তারার মত ঊর্ধ্বশিখা
ধরি' উঠুক সব ধূলিকা,
মুক্ত কর ভাঙি' আমার মৃত্তিকার কারা।

আঁখি তোমার যেমন জাগে
জাগাও রাঙি' সে অনুরাগে,
শরণবেদিতলে জীবন জ্বলুক ঘুমহারা।

তব পাবন পরশ ঢালি'
লও ধুয়ে এ 'আমি'র কালি,
তোমার মাঝে লুপ্ত কর আপন মম যারা।

(১৩)

এ তনুরে কর সুচিরশরণপূজামন্দির সম অমলিন,
জ্বালাও তাহার অণুতে অণুতে আরতির শিখা আলসবিহীন।
এ দেহ-দেউলবেদি'পরে আসি',
হে দেবতা, মোরে তোল উদ্ভাসি',
মোর প্রণতির কমল তোমার অরুণচরণে রাখো নিশিদিন।

অতল প্রেমের শুভ্র নিটোল মুক্তার মত কর এ হৃদয়,
চরণাভরণে চুমিয়া চরণ থাক্ হ'য়ে চিরনিবেদনময়।
তোমারে দীপিয়া, হে দেব অধিপ,
ভিতরে বাহিরে জ্বলুক প্রদীপ,
তারি দীপনের পলে অনুপলে জন্ম লভুক জীবন নবীন।

সে নবীন আঁখি আঁখিতে মিলাও, সে জীবনে জাগো জীবনানন্দ,
সে চরণে তব নূপুর বাজাক তব যাত্রার মহান্ ছন্দ।
তারি তালে তালে আমার সে গতি
প্রকাশি' চলুক তব রূপজ্যোতি,
সে চলায় হোক আমার বিকাশ তোমার বিকাশলীলায় বিলীন।

(১৪)

আর কারেও চাই না মাগো, শুধু তুমি থাকো সাথী,
তোমার দেওয়া জীবন তোমার চরণতলে রাখো পাতি'।
চাই না তপন তারার আলো,
চাই না যাদের বাসি ভালো,
চাই আমার এই জীবন ঘিরে জ্বলুক শুধু তোমার ভাতি।

ভাবি যারে ভালোবাসা—সে শুধু এই 'আমি'র বিলাস,
সে সবে আর মন ভরে না, চাই মা এবার তোমার প্রকাশ—
রই যেন এই আলোয় ধ'রে,
আর যা আছে যাক মা ঝ'রে,
এ পথ ধ'রেই চলি যেন এই সুরেরই সুরটি বাঁধি'।

বাঁধন খোলার সাধন পথে মনের মানার কতই ধাঁধা,
আপনি করে সৃজন কত বাঁধাপড়ার নতুন বাধা।
তাই ত তুলে দেখাও ধ'রে
রইতে চায় সে কোথায় প'ড়ে,
চাইলেই দাও মুক্তি যারে চায় বাঁধন সে আপনি সাধি'।

কথা, কথা, শুধু কথা—সইতে বাজে এই অভিনয়,
কত কথার গেঁথেছি হার, আজ কাঁদে প্রাণ: এ নয় এ নয়।
কথা দিয়ে ঢেকে রাখি
নিজেরে আর নিজের ফাঁকি,
এবার সেথায় চাই যেতে, মা, যেথায় কথার নাই বেসাতী।

ছড়িয়ে থাকা মনটি আমার তোমার পায়ে ক'রে জড়ো
বন্ধনের এই গ্রন্থি খুলে বন্দীপ্রাণে মুক্ত করো।
অন্ধ 'আমি'র তিমির হ'রে
বও, মা, তোমার আলোয় ভ'রে,
নাই যেথা আর অভিমানের সুরবিলাপের মাতামাতি।

(১৫)

নয় ত আঁধার, নয় ত রাতি,—দেখ না চেয়ে দেখ না রে আয়,
আলোর পালেই চলে তরী, তবু কেন উদাসী হায় !
অপার ওই অনন্তকোলে
আনন্দেরি সাগর দোলে,
দে না তোর সকলি ঢেলে—দেখবি ভাসে সবি সেথায়।

আমরা আলোর শিশু চলি চিরআপন হাতটি ধ'রে,
তার করুণার নিঝরধারার অঝোর কিরণ পড়ে ঝ'রে।
আজ আমাদের বাসে ভালো
সকলকালের আলোর আলো,
তারি সোণার আলোর মাঠে সবার জীবনধেনু চরায়।

আজ আমরা তারি সুরে বলব কথা তারি ভাষায়,
ফুটবে দূরের অচিনতারা আমাদের এই আঁখিতারায়।
আজ এই নবীনলগ্নে মহান্
পথের 'পরে বিছাবো প্রাণ,
চলব আমরা চলব তারি চরণচিহ্ন-রেখায়-রেখায়।

(১৬)

আমার জীবনআলয়ে আজ আলোর আলো দাঁড়ায় আসি',
জাগে শুধু এই কথাটি সকল কথার আঁধার নাশি' :

কে বা পতি, পুত্র, পিতা,
কে বা মাতা, কে দুহিতা,
আমি শুধু সে চরণের চিরকালের দাসীর দাসী।

সেই শ্রীচরণ আমার স্বপন,
আমার এই জীবনের জীবন,
ধ্যানের মণি দীপ্তকমল, অমলপ্রেমের হৃদয়বাসী।

দেখিস না কি দেখিস না রে
সে এল তুই খুঁজিস যারে—
অরূপ যে আজ রূপের লীলায় আপনাকে তার দেয় বিকাশি'।

ধরা দিয়ে এল কাছে,
দে না তোর যা দেবার আছে,
শরণবীণার সুরটি হ'য়ে থাক চরণের অভিলাষী।

তাই বুঝি আজ তনুর ঘরে
অণুর অণু প্রদীপ ধরে,
তাই কি বাজে নিখিল প্রাণে মরণহাবাপ্রাণের বাঁশি।

একটি বাণী, একটি কথায়
মুঞ্জরে সে মর্মলতায়,
আমার প্রভুর চরণতলে বিছাই হিয়ার কুসুমরাশি।

(১৭)

চিরসুন্দর মোরে চায় আজি চায়,
আমার এ তনু মন যায় ভেসে যায়।
লয় তুলে লয় মোরে
তারি আপনার ক'রে,
সেই বাঞ্ছিত আজি মম হৃদি ছায়।

আমার এ হিয়াখানি কুসুমে সাজায়,
জীবনমুরলী ধরি' আপনি বাজায়।
মোর দিন রাতি গুলি
গাঁথিয়া লয় সে তুলি',
সে মোহন মোর মাঝে আসন বিছায়।

জনমে জনমে মম জীবনসাথী,
মরণশিয়রে জ্বালে অমর ভাতি।
আমার ঘরের মাঝে
বাজে তারি সুর বাজে,
সে-সুবকুহকে মোরে আপনা ভুলায়।

(১৮)

ডাকিলে যদি দিও না যেতে ঘিরিয়া মোরে দাঁড়াও,
তোমারি ভালোবাসার মত তোমারে ভালোবাসাও।

ভাঙিয়া মম অতল কালো
আনিলে যদি অসীম আলো,
সে সুরে মম কণ্ঠে তব দীপনবাণী জাগাও।

জীবন তব চরণে বাঁধি'
কর গো চিরচলার সাথী,
তরণী মম আপনহাতে আপন পানে ভাসাও।

ভরিয়া মম দিবসনিশি
আমার সাথে রহ গো মিশি',
প্রাণের প্রতি কাঁপনে মম তোমারি বেণু বাজাও।

সারথি, এস তোমারি রথে,
চালাও মোরে তোমারি পথে,
আমার মাঝে সকল কাজে শরণশিখা জ্বালাও।

(১৯)

অন্তর এ নিশীথে জাগো রে জাগো,
পরাণ চরণে তার রাখো রে রাখো।
শোন সবনিবেদন-বাঁশরি বাজে,
ছাড়ি' কূল চল প্রাণ অকূল মাঝে,
এস প্রিয়তম, আরো এস হে কাছে,
ঝরায়ে আলোক আঁধা ঢাকো হে ঢাকো।

শত বন্ধন বাধা অন্ত করি'
জীবন মরণ ছাপি' উঠিলে ভরি'!
সুপ্ত এ হিয়াতলে বহ্নি জ্বলে,
মেলিয়া মুক্তপাখা মুক্তি ঝলে,
অম্বরঅঙ্গনে চিত্ত চলে,
মুক্তজীবন পথে ডাকো হে ডাকো।

সফল করিয়া মম প্রেম আরতি
সুন্দর, অন্তরে জ্বালো হে জ্যোতি।
বিলুপ্ত চরাচর বিস্মরণে,
জাগো রে চেতন নব এ জাগরণে,
হে অরূপ, তব রূপ ছায় যে মনে,
চিরসাথী, সাথে মম থাকো হে থাকো।

(২০)

কে মোরে সতত ডাকে এ হিয়ামাঝে,
শুনিতে চাহিলে শুনি, তবু চাই না যে।
আপনি মুদিত-হৃদিপদ্ম খোলে,
আমার নয়নে মনে আপনি দোলে,
কতভাবে সে আমারে উদাসি' তোলে,
আমারে সে ভালোবাসে,—ডাকে যে কাছে।

নিভিলে প্রদীপশিখা জ্বালে সে প্রাণে,
আমি চাই বা না চাই সে আলো আনে।
কণ্টক পথে মম দাঁড়ায় এসে,
মোর চরণের কাঁটা নেয় তুলে সে,
আমি চলি বা না চলি,—মধুর হেসে
সে আমারে টেনে লয়,—রাখে যে কাছে।

ভুলে আমি বার বার ধাই যে নিজে,
সে কভু ছাড়ে না সদা যায় যে পিছে।
আমার জীবনে বসি' করুণা ঢালে,
তরণীর মাঝি মোর রয় যে হালে,
অন্তরবাসী মোর অন্তরালে
অন্তরসাথীরূপে থাকে যে কাছে।

(২১)

মাগো অতলপ্রাণের মণি আমার উজল ক'রে রাখ,
নিভৃতে সে রয় লুকিয়ে, সামনে ধরে থাক।

ধর, মা, আরো উজল ক'রে
তার কিরণে চিনব তোরে,
আমার প্রতি স্তরে স্তরে আবরণটি যাক।

আঁয় মা আমার চিরআলো,
আয় মা সকলকালের ভালো,
আয় মাগো সব আশার আশা,
আয় গো ভালোবাসার ভাষা।

তোর প্রসাদে আমার জীবন
দেখল সিন্ধু পারের স্বপন,
রাতের বুকে শুনল আপন রাত্রিশেষের ডাক।

(২২)*

শ্যামল, চিরজীবন ঘিরি'
মরমে রহ পাশে
ঘিরি' পাশে,
সুখ শীতলকর করুণাঘন
চন্দনমধুবাসে,
রহ পাশে।

ঢালো
তুমি ঢালো
প্রেমকিরণধারা তব
নির্জিত করি' কালো
সবাকালো।

শ্যামল, মম বন্দনরত
অন্তর নত শরণে
তব চরণে,
কর তারে তব চির অধিগত,
অনুগত অনুসরণে
ধ্রুব বরণে।

* লঘুগুরু বর্ণানুসারে উচ্চারিত হবে।

জ্বালো
তুমি জ্বালো
নতিনীরব কুঞ্জে মম
উজলি' নীল আলো
তব আলো।

শ্যামল, সব রঞ্জিত কর
রাঙি' রক্তফাগে
অনুরাগে—
জিনি' মোহরাজি উঠুক বাজি'
স্খলিত তব রাগে
রস রাগে।

সাজে
সে সাজে
চিতআগল খুলিয়া রহ
স্বপননিভৃতি মাঝে,
তব সাজে।

শ্যামল, মম সম্বিততট

চুম্বিত করি' দোলে

জয় দোলে

প্রিয় কেতন নব চেতন, মরি!

প্রাণ রভসি' ভোলে

তট ভোলে

পারে

এ পারে

বাঁশরি সুর লহরি' এস

নূপুর ঝঙ্কারে

কলধারে।

(২৩)

এলে এ কী অপরূপবেশে !
আপনি যে কাছে এসে, দাঁড়ালে মধুর হেসে,
দেখা দিলে কত ভালোবেসে !

নয়নে নয়ন রাখি' সাধ হয় চেয়ে থাকি
অনিমেষে ওই মুখপানে,
সাগরে নদীর ধারা যেমন হয় গো হারা
তব সনে মিলি সেই টানে।

হে চিরকরুণাময়, হে পরম আশ্রয়,
অভয় মূরতি তব জাগে !
আনিলে করুণা ক'রে যতনে তুলিয়া মোরে
দেখাতে যে পথ অনুরাগে !

কত না দুখেরে বরি' এ ধরার দুখহরি'
এলে নিতে—একী ভালোবাসা !
তোমার চরণতলে সঁপি' দিয়া পলে পলে
মিটাবো এ আকুলতিয়াসা।

তোমাতে মিশিয়া আমি রহিব দিবসযামী
এই মনে ছিল বড় আশ,
নিজ হ'তে দেবে যাহা বরিয়া লইব তাহা
না মানি' আপন অভিলাষ।

যেই পথে লবে মোরে চলিব চরণ ধ'রে,
তব মুখ চাহি' শুধু রব,
যাহা আছে লহ লহ তুমি শুধু ঘিরে রহ
মিনতি পদে, হে দুর্লভ।

(২৪)

প্রিয়তম মোর, আপনি যে কাছে এসেছ কখন এসেছ,
কখন আড়ালে অন্তরতলে পরশ-প্রদীপ জ্বেলেছ।
সেই শিখা আজ জ্বলে সবখানে,
জ্বলে মোর প্রেমে, জ্বলে মোর গানে,
তারে প্রোজ্জ্বল কর তব পানে
মোর পানে যদি চেয়েছ,
প্রিয়তম, তুমি কত ভালোবেসে আপনি যে কাছে এসেছ।

রাখো রাখো তবে রাখো এই সুর, এই শিখা প্রাণে জ্বালায়ে,
মোর দিবানিশি কাটুক তোমার পরশ-দীপালি সাজায়ে।
সে-অনলে জ্বলি' হ'য়ে যাক সোণা,
সব অভিমান, সকল বাসনা।
আলোজ্বালা এই প্রাণের সাধনা
আপনি যে তুমি সেধেছ।
প্রিয়তম, তুমি কত ভালোবেসে আপনি যে কাছে এসেছ।

এবার আমার ধূলিকামনার ঝুলিখানি দাও ফেলে দাও,
কমলকরের অমলপরশে কালিমার কালি মুছে নাও।
আমার ভিতর, আমার বাহির,
এক সুরে তার বেঁধে দুটি তীর
বয়ে যাও মাঝে, হে অকূলনীর,
অকূলে যখন ডেকেছ।
প্রিয়তম, তুমি কত ভালোবেসে আপনি যে কাছে এসেছ।

সুন্দর, আজ এলে কি তোমার সুন্দর সুর শিখাতে,
তব আলোতেই চিনেছি আমি যে তোমারেই চাই হিয়াতে
যা কিছু আড়াল করি' আজো রয়,
ভাঙো ভাঙো তুমি কর তারে লয়,
করুণায় যদি দিয়ে পরিচয়
আঘাতের ভয় ভেঙেছ।
প্রিয়তম, তুমি কত ভালোবেসে আপনি যে কাছে এসেছ।

(২৫)

কেন চাস্ ফিরে ফিরে
নয়নের নীরে
কাঙাল নয়ন আমার,
কোথায় আসন
চাস্ আজো, মন,
যাস্ কোথা বল্ আবার।

সবাকার নিচে
সকলের পিছে
রইবি ব'লেও, শোন রে,
কী চেয়ে খুঁজিস্
কাহারে পূজিস্
মানের নামেতে, মন রে।

কেন যে কী চাস্,
হাতটি বাড়াস
কোনখানে চেয়ে দেখনা,
সব দিতে গিয়ে
থাকিস্ কী নিয়ে
একবার দেখে শেখনা।

বারে বারে ঠেকে
তবুও না দেখে
চল্‌বি আজো কি এমনি,
নয়নের ঠুলি
ভিক্ষার ঝুলি
ব'য়ে বেড়াবি কি তেম্‌নি।

বল্‌রে, নিতুই
করবি কি তুই
একই ভুল বারে বারেই,
কী চাইতে এসে
হায় অবশেষে
রইলি ভুলে কি তারেই!

(২৬)

আর আবরণে ঢেকে কত রাখবি অহংকার,
খোলাচোখে দেখ না চেয়ে দেখ না রে এবার।

কার কাছে চাস রইতে ভালো
রয় যদি তোর এমন কালো,
মুখোমুখী হ'লেই তার তুই ঝাঁপিস নয়ন কার !

মুখোসটি তার পড়লে খ'সে
পথেই বুঝি পড়বি ব'সে ?
নিজের মাঝে নিজের এ-রূপ বইবি কত আর !

কেমন ক'রে দেখবি তবে
কোথায় কী তোর খুলতে হবে
বন্ধ ক'রে রাখবি যদি সেই ঘরেরি দ্বার !

তারেই রাখিস গোপন ক'রে
ফেলতে যারে হবেই ধ'রে,—
অমলতায় চাইলে তোর এই মলিন বসন ছাড়।

দেখনা ওরে সোজাসুজি
বুঝে নে সেই ঘরের পুঁজি ঃ
পদে পদে কার কাছে তুই চলিস মেনে হার।

ভালোবাসার মাঝেই বাসা
বাঁধতে যে তার সাধের আশা,
রয় যদি সে, রয় না আর সে-সুর ভালোবাসার।

চলতে গেলেই কোন ফাঁকে সে
পথটি জুড়ে দাঁড়ায় এসে,
সরাতে না চাইলে ব্যথার ঘিরবে অন্ধকার।

তার নিদারুণ বোঝায় নুয়ে
বারে বারে পড়বি ভূঁয়ে,
পথেই প'ড়ে রইবি, পথের মিলবে না আর পার

ঘরের চাবি ঘরেই যখন
বের হওয়া তোর হাতেই তখন,
চাইলেই পথ পাবি জানিস এই কথাটি সার।

(২৭)

আপন বলে রাখবি যা তুই তা-ই যে তোরে রাখবে দূরে,
যেইটুকু তোর দিবি, ওরে, মিলবে যে তোর সেইটুকুরে।
যতবারই চাইবি পিছে
পিছে পড়ে রইবি মিছে,
সামনে নয়ন রেখে শুধু চল এগিয়ে-চলার সুরে।

মনের প্রাণের যা কিছু সব, যা কিছু রয় ঘিরে তোরে,
আগলে যা তুই রইবি তা-ই যে রইবে তোরে আগলে ধ'রে।
সমুখে তাই চল্‌তে গেলে
চলতে হবে অতীত ফেলে,
চাস যদি সেই অতীত পানে রইবি তারি পানেই ঘুরে।

ছাড়তে গেলে ছাড়ার হিসেব করলে কভু হয় না ছাড়া,
হয় না চলা মানলে পথে শতমানার শাসনধারা।
চাইলে দিতে অকপটে,
উঠবে তুফান বাধার তটে,
সাহস ক'রে চললে, ওরে দুদিনে মেঘ যাবেই উড়ে।

(২৮)

কাছে রাখো, নয় দূরে রাখো ফেলে, শুধু তব তরে জীবন দাও,
যেথা চাও, মাগো, নিয়ে যাও তুমি দিও তারে দিতে যেটুকু চাও।
আলোকে আঁধারে যে পথেই নাও
হোক শুধু তাই তুমি যাহা চাও,
তব ইচ্ছার পায়ে, মা, আমারে সব দিয়ে ধরা দিতে শিখাও।

তুমি যদি চাও তবেই যেন, মা, পাই এ জনমে তোমায় আমি,
চাও যদি যাক্ জনম জনম শুধু পথচেয়ে দিবসযামী।
পাই বা না পাই তোমারে মা আমি,
থাকুক জীবন ওচরণকামী,
কোনোখানে আর প্রশ্নের সুর বাজে না কখনো যেন কোথাও।

কোরো যদি চাও সবহারা, মাগো, পথের দলিত ধুলার মত,
দিও ভ'রে যদি তা-ই চাও, দিয়ে মা তোমারে ভালোবাসার ব্রত,
যে ভালোবাসায় আনে তব পায়,
চায় না ফিরেও কী রয় কী যায়,
কূল না অকূলে, ভাসে না ডোবে যে শুধায়না কভু জানিতে তা-ও।

(২৯)

কী চাহিব বল, না চাহিতে যবে ভরিয়া দিতেছ কেবলি,
চাহিবার কিছু রাখোনা ত দাও চাহিবার আগে সকলি।
কী ভাষায় বল কোন্ সঙ্গীতে
কতটুকু তার পারি বর্ণিতে,
কত দাও আরো অজানিতে নিতি, অযাচিত তোল সফলি'—
বলিলেও বলা হয় কী বা তার—দুনয়ন ওঠে সজলি'।

কত বেদনার নিঃস্বনিশায় দিশার দিশায় চিনালে,
ঘোর দুর্যোগে ভরাডুবি যবে বন্দরে তরী ভিড়ালে।
মর্মের মাঝে রেখে শ্রীচরণ
করিলে পরশ-ভূমি এ জীবন,
বাজাও তাহার তনুমনপ্রাণ-মুঞ্জরণের মুরলী,
ভ'রে দিয়ে সাড়া দাও ডাকিলেই করুণায় সমুচ্ছলি'।

হৃদয়ের গান সে তোমারি ফুল, ফোটে শুধু তব পরশে,
সৌরভসঞ্চিতপ্রাণ তার সিঞ্চিত করি' রভসে।
উঠিলে ফুটিয়া সে-কুসুমকলি
গুঞ্জরি' ওঠে অন্তর-অলি,
মধুঝঙ্কারে মধুসম্ভার অঞ্জলি দেয় উথলি',
সুরে সুরে বাজে ঘুরে ঘুরে সেই সার্থকপ্রাণ উজলি'।

(৩০)

কর সুনিবিড় অনুরাগে অনুরঞ্জিত ভালোবাসা আমার,
শিখাও এবার আপনাহারানো মুগ্ধমন্ত্র তব পূজার।
তোমার চরণে সঁপিতে যা চাই
তারি মাঝে রচি আপনার ঠাঁই,
তাই ত দেবারদীপ জ্বালিলেও নিভে যায় আলো সেই শিখার

কত সাধ এই জীবনকুসুমে সাজাই কৃতাঞ্জলির থালি,
কত সাধ দিতে প্রাণের প্রণাম উজাড় করিয়া নিজেরে ঢালি'।
কত চাই : ভুলে আমার চাওয়ারে
তব চাওয়া মাঝে বিকাতে আমারে,
যে ভালোবাসার নিবেদনে বাজে এক সুরই শুধু সবদেবার।

আমার সকল সঙ্গীতে যেন গাই অবিরাম তোমারি নাম,
সে সুরের মাঝে ওঠে যেন বেজে, মাগো, যা তোমার মনস্কাম।
সে রূপেই যেন রূপ পায় সবি,
জীবন হয় সে-জীবনের ছবি,
যে-জীবনে এই বন্ধুর পথ বন্ধুর মনে হয় না আর।

সেই একব্রত হোক, মা, আমার, হোক সেই প্রেমে তব আরতি,
ভকতিতে সব লুটায়ে আমার সকলজীবন হোক প্রণতি।
দাও মা আমারে সে-শরণাগতি
যে-শরণে রূপ ধরে ও-মূরতি,
যে-শরণে শুধু চায় যেন সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় তোমার।

(৩১)

যে দীপ জ্বেলেছ প্রাণে নিভৃতে ব'সে,
নেভে না সে দীপ কভু নেভে না ত সে।

আঁধার ঘনালে সেই আঁধার তলে
পথটি উজলি' তার শিখা যে জ্বলে,
দেখিনা যে তারে আমি চাই না ব'লে,
ফিরায়ে আনন বলি: কোথা আলো সে—
সে দীপ নেভে না কভু নেভে না ত সে।

যে আঁখি দিয়েছ খুলে তার পরে আর
চাহিলেও বাজে না সে সুর না-জানার।
পাই না,—দেবার আলো জপি না ব'লে,
আড়াল ঘোচে না সব সঁপি না ব'লে।

ডেকে দাও কতবার তুয়ার দিতে,
সরায়ে যা দাও আসি ফিরায়ে নিতে,
চাও না রহে যা, তারে চাই রাখিতে,
সরে যাই, ফিরে যাই আপন দোষে—
সে দীপ নেভে না কভু নেভে না ত সে

(৩২)

মাগো ধুলায় লুটাও আমার যত 'আমি'র অহঙ্কার,
প্রতিপদেই হোক এ মাথা নত বারে বার।
ছাড়তে যদি না চাই তারে
দিও আঘাত বারে বারে,
সেই আঘাতেই হোক ধূলিসাৎ গড়া প্রাসাদ তার,
সইতে ব্যথা চরণ যেন টলে না, মা, আর।

প্রতিদানের আশা নিয়ে বলি 'ভালোবাসি',
নিজের তরে আগে রেখে, পরে দিতে আসি।
শুধুই বলি ঃ 'ভাঙো আমায়',
ভাঙলে কাঁদি 'রইল না হায়'!
সময় এলে দেখি আমার মুখের কথাই সার,—
চাইলে তোমায় সইব কেন 'আমি'রে আমার।

বলি ঃ আমায় তোমার কর, এই হাতে হাত রাখো,—
ছেড়ে দিয়েও রাখতে আবার চাই অধিকার, মাগো,
নিয়ে অভিমানের পুঁজি,
ভাবি আমি তোমায় খুঁজি,
আজ দেখি সেই বোঝার ভারে পথ চলাই যে ভার,
সময় বুঝি যায় ব'য়ে সব বোঝা নামাবার।

কত ভাবে কতবারই দেখাও কে বা কার,
খুলতে গিয়ে বৃথাই বাঁধন জড়াই যে আবার।
মাগো, তোমায় চাইতে এসে
কী নিয়ে রই ভুলে শেষে !
বাড়াই যে হাত কিসের পানে হাত ছেড়ে তোমার,
পাতব ব'লে তোমার আসন বিছাই আসন কার !

যে পেয়েছে ভক্তি-প্রসাদ, ভালোবাসার স্বাদ,
তুমি যা চাও তা-ই চাওয়া তার সকল সাধের সাধ।
নিজের চাওয়ার রয় না বালাই,
চায়না কী দাও করতে যাচাই,
রয় না তখন হিসেব ঃ কখন জিত হ'ল কি হার,
রয় না বিচার ছোট বড়'র, জানা-না-জানার।

(৩৩)

আমার আমিরে চাহে প্রকাশিতে যে-আমার আমি অহমিকাময়,
করে যে প্রচার আপনারে শুধু, আপনার কথা কেবলি যে কয় ;
শতমুখে গায় নিজগুণগান,
পদে পদে দেখে নিজেরে মহান্,
পরমুখে শুনে আপন মহিমা তাই দিয়ে চায় ভরিতে হৃদয়,—
আপনারেই সে ভালোবাসে শুধু, ভালোবাসা তার আর কিছু নয়।

প্রকাশো এবার সে-আমিরে যাহা তোমাতেই রয় হ'য়ে তন্ময়,
তোমার প্রকাশ যার অভিলাষ, তব ইচ্ছাই যার পরিচয়।
সব সফলতা, সার্থকতায়
হেরে গৌরবে শুধু যে তোমায়,
যে মুগ্ধ দেখে সকল সময় তোমারি করুণা, তোমারি প্রণয়,
যে ভক্ত শুধু কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভ'রে গায় তব জয়।

(৩৪)

জীবন যখন তোমার পরশরসেতে বাস করে,
'পারব না' যা ভাবি তা যে কখন খ'সে পড়ে।
তখন দেখি আমার পারা না-পারা আর নাই,—
সে সবারি বাইরে জীবন লভে কখন ঠাঁই।
তুমিই তখন করাও সবি আমার পিছে থাকি',
তোমার চলাফেরা দেখে মুগ্ধ আমার আঁখি!
তোমার মাঝে দেখে আমায়, তোমায় আমার মাঝে,
পাওয়া আর না-পাওয়া সবি এক সুরেতেই বাজে।

তখন দেখে বিচিত্র এই আমার 'আমি'টিরে:
কেমন ক'রে তোমার হ'য়ে উঠছে ধীরে ধীরে।
তোমার কায়ার ছায়ারূপই ওঠে আমার ভাসি'
ভাঙাগড়ার মাঝে বাজে 'হ'য়ে-ওঠার' বাঁশি।
তখন দেখে মেঘলারাতেও চাঁদের হাসি ঝুরে,
পাষাণচাপা নির্ঝর জাগে সুরধুনীর সুরে।
তখন তুমি আপনি বাজাও তোমার বিজয় তূর্য—
বিশ্বললাট রাঙে তোমার অমরতার সূর্য।

(৩৫)

তুমি বললে আমায় যে কথা,
আমি নীরবতার মরমতলে রাখব ঢেকে রাখব তা।
গান গেয়ে প্রাণ উঠবে যখন
সেই কথাটি করব স্মরণ,
তুমি শুনবে যে-গান গাইব তা—
সেই সুরেতেই উঠবে ত্বলে কোন্ সুরের সুসঙ্গতা।

দেখো তখন আমার গান শুনে
তোমার তারায় তারায় ফুটবে কেমন রাতের স্বপন জাল বুনে,
ভেঙে আপন নীরবতা
তারাই সুরে কইছে কথা,
তখন ঝরবে তোমার শুভ্রতা—
সেই সুরেতেই উঠবে বেজে না-বলা কোন্ বারতা।

তুমি দিলে আমায় যে ভাষা,
আমি তারি বুকে আঁকব আমার গহন গভীর সব আশা,
আকাশ, আলো, সবাই যখন
দেবে তারে আপন বরণ,
আমি করব প্রকাশ সেই কথা,—
সেই সুরেতেই উঠবে ফুটে যে-গান আমি গাইব তা।

(৩৬)

সে কথা কেমন জানি
মানি আর নাই বা মানি।
শুনলেই প্রাণের মাঝে
বাজে কোন্ সুরটি বাজে,
যেন কোন্ ভুলে যাওয়া স্বপনখানি।

সে কথায় লয় সে জিনি',
চিনি আর নাই বা চিনি।
প্রাণে কী ওঠে দুলে,
যেন কী আসে ভুলে,
সুরে কী ঢেলে যেন দেয় সে আনি'।

সে কথার ফাঁকে ফাঁকে,
কে যেন কোথায় ডাকে।—
কবে কোন্ রাতের শেষে
যাবে কোন্ খেয়ায় ভেসে
যেন কোন্ আলোর বুকে পাওয়া বাণী

(৩৭)

ওই…ওই…যায়…
ভেসে ভেসে যায়…
গগনেতে মেঘগুলি খোঁজে কিনারায়
যেথা ওই নীলেঘেরা
খেলে যত আলোকেরা,
ভেঙে দিয়ে যায় কারা স্বপন যেথায়।

ওই দেখা যায়…
ওপারের গায়…
সাদা ওই তরী কে যে ভরাপালে বায়
সে চিরস্বয়ম্বরা—
কার গানে প্রাণভরা,
কোন্ মিলনেরে চাহি' যাপে নিরালায়.

আসে আর যায়…
ফিরে ফিরে চায়…
কূল আর অকূলেরে ডাকে ইশারায়।
ঝরে আলো তারি ফুল,
দিনরাতি দুই কূল
কে কাহারে ভ'রে দিয়ে আপনারে পায়।

(৬৮)

গানে গানে হোল আমার প্রাণের কুসুম তোলা,
রইল আমার রইল যে আজ সকল দুয়ার খোলা।
ডাক দিয়ে যায় আমায় দূরে
ভিতর বাহির একই সুরে,
লাগল আমার সকলখানে ভরাপালের দোলা,
রইল আমার রইল যে আজ সকল দুয়ার খোলা

ফোটা ফুলের বুকের রেণু উড়ল হাওয়ার মুখে,
গন্ধ তারি ভেসে বেড়ায় দিকের বুকে বুকে,
দিগঙ্গনের রঙের নেশায়
কালের চোখে আবেশ ঘনায়,
নয়ন যে রয় পলক ভুলে পুলকবিভলভোলা
রইল আমার রইল যে আজ সকল দুয়ার খোলা।

(৩৯)

পার আছে কি নাই সে কথা আজ কেন রে আর,
আজকে শুধু বেঁধে নে তুই নীরব হবার তার।
আজকে শুধু দেখার কথা,
শোনায়, শুনে নেবার কথা,
মনকে খালি ক'রে রাখা পার অপারের পার,—
নয়ন মেলে থাকা শুধু দেখা লীলা তার।

দিন না রাতি, কূল না অকূল, আপন পর কে কার,
তুমি কে আর আমি কে বা—এ সব কেন আর।
সব কথারে পেরিয়ে যা রে
সকল পরিচয়ের পারে—
অসীম যেথায় দেয় ভ'রে সুর সীমাহারাবার,
নয়ন মেলে রাখা শুধু দেখা লীলা তার।

নিবিড়তার এই লগনে তারি প্রাণের গানে
মরণহারা জীবনের গান শুনবি গভীর প্রাণে :
দেখবি কখন পালটি তোলে
হালটি ফেলে কেমন দোলে,
কোথায় কখন চলে বেয়ে কোন্ গহনের ধার,—
নয়ন খুলে থাকা শুধু দেখা লীলা তার।



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১১	৫ম	মরণ-শিয়রে জ্বেলে,	মরণ-শিয়রে জ্বেলে
১৩	২য়	জীবন জলধি	জীবনজলধি
১৭	৮ম	অপার বিস্মৃতি	অপার বিস্তৃতি
২৫	৮ম	সুগম্ভীর	সুগভীর
২৮	১ম	দূর অম্বরের ভাল রাঙি'	রাঙি' দূর অম্বরের পূর্বভাল
৪৪	৯ম	বিভঙ্গ নূপুরে	বিভঙ্গ নূপুরে ?
৫৬	১০ম	ফোটাবারে	ফোটাবারে।
৬২	১০ম	খরশান্	খরশাণ
৬৪	৫ম	দীপ্তরসঘন.	দীপ্তরসঘন,
৭৪	৯ম	নিখুঁৎ	নিখুঁত
৭৫	৮ম	তবুও	তবু
৭৬	১৬	কবি ;	কবি,
৭৬	১৭	রচয়িতা	রচয়িত্রী
৭৭	৬ম	তার-প্রাণের	তার প্রাণের
৭৭	১৪	মহাসাগর অপার	মহাসাগরের পার
৭৮	৭ম	দূরে লও আপনারে	রাখো দূরে আপনারে
৯৬	১ম	বর্ণ আকর্ষণ	বর্ণ-আকর্ষণ
১০৩	৭ম	পৃথ্বী প্রদ্যোতিত	পৃথ্বী প্রদ্যোতিত,
১০৯	৬ম	সহস্র অর্বুদে।	সহস্র অর্বুদে—
১১০	৯ম	তীর্থ-শিখরে	তীর্থ শিয়রে
১১০	৯ম	গগনের	গগনের,
১১৪	৮ম	চঞ্চলতার অঞ্চলতলে	অঞ্চলতলে চঞ্চলতার
১২৪	১২	হে ভববান্ধব বন্ধনত্রাতা	হে ভববান্ধব দুঃখত্রাতা